বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন
অর্থবছর ২০২৩-২০২৪

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
অক্টোবর ২০২৪

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর উৎপত্তি

বুড়িগঙ্গা নদীতীরে অবস্থিত প্রায় সাতশত বছরের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বন্দর নগরী ঢাকা। মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬০৮ সালে ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হলে বিশ্বব্যাপী এ নগরীর মর্যাদা ও গুরুত্ব বেড়ে যায়। বাংলার সুবেদার ইসলাম খান ঢাকার উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। গড়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও অট্টালিকা। নগরবাসীর কল্যাণে মোঘল সুবেদারগণ উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ করেন। এসময় তারা চকবাজার থেকে সূত্রাপুর লোহারপুল পর্যন্ত প্রায় ৪ কি. মি. দীর্ঘ ইটের রাস্তাও নির্মাণ করেন। এমনকী শৌর্যবীর্যের দিক দিয়ে ঢাকা পৃথিবীর ১২তম অবস্থানে ছিল। ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার শাসনভার গ্রহণ করার পর ঢাকা নগরীর উন্নয়ন ব্যহত হয়। কোম্পানী নগরবাসীর কোন সুযোগ সুবিধা না করে লুণ্ঠনে ব্যস্ত থাকে। এভাবেই চরম অব্যবস্থাপনা অতিবাহিত হয় কিছু সময়।

মোঘল আমলে শহরের প্রশাসনিক কাজকর্ম যেমন: শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি ও নৈতিক মানরক্ষা ইত্যাদি দায়িত্ব ছিল সরকারের। ১৭৭২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পুনর্বিন্যাসের ফলে শহরের প্রশাসনের কর্মকর্তা মনোনীত হন একজন ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট। ১৮১৩ সালে ম্যাজিস্ট্রেট জেমস ওল্ডহ্যামের অনুরোধে সরকার গঠন করে ‘কমিটি ফর দি ইমপ্রুভমেন্ট অব দি সিটি অব ঢাকা অ্যান্ড আদার প্লেসেস ইমিডিয়েটলি অ্যাডজাস্ট টু দি সিটি।
১৮২৩ সালে নগর উন্নয়নে গঠন করা হয় কমিটি অব ইমপ্রুভমন্ট। এই কমিটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কাজ করে। ১৮২৯ সালের নভেম্বরে কমিটি বিলুপ্ত সাধিত হয়। এর পরিবর্তে সরকার ১৮৪০ সালে ‘ঢাকা কমিটি’ নামে একটি কমিটি গঠন করেন। ঢাকা কমিটি ১৮৪০ থেকে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কী কী কাজ করেছিলেন তা জানা যায়নি।
অবশেষে ১৮৬৪ সালের ১লা আগষ্ট ঢাকা পৌরসভা স্থাপিত হয়। ‘ঢাকা মিউনিসিপ্যাল ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট’ বলে আগস্ট মাসে গঠন করা হয় ‘ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটি’। ১৮৬৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদাধিকার বলে মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি ছিলেন। ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ করতেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর, ডিভিশনাল কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সিভিল সার্জন ছিলেন পদাধিকার বলে সভাপতি। কমিশনারের সংখ্যা ছিল ১৪ থেকে ২৩ পর্যন্ত। ব্রিটিশ আমলে ঢাকা পৌরসভায় ১৫ জন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে প্রথম তিনজন বাদে বাকি ১২ জন ছিলেন কমিশনারদের ভোটে নির্বাচিত। দুজন দুইবার করে দায়িত্ব পালন করেন। পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. স্কিনার এবং ঢাকা কলেজের শিক্ষক জর্জ বিলার্ট। ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদাধিকারবলে এ নিয়োগ পেতেন। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম তিন চেয়ারম্যান মি. স্কিনার, ড. লাইয়্যাল এবং জে ব্রাডব্যারিকে নিয়োগ দেন ব্রিটিশ বাংলার গভর্নর। একটি কমিটির মাধ্যমে তাঁরা ঢাকার সেবা ও প্রশাসনব্যবস্থা তদারক করতেন। ঢাকা পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান হন জনাব আনন্দ চন্দ্র রায় চৌধুরী । অবশ্য প্রত্যক্ষ নয়, তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন কমিশনারদের ভোটে। ১৮৮৪ সালে নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনারদের প্রথম সভা বসে। অনেকেই ভেবেছিলেন সভায় তৎকালীন ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ফ্রেজরিক ওয়ারের নামই প্রস্তাবিত হবে চেয়ারম্যান বা সভাপতি হিসেবে। কিন্তু নির্বাচিত কমিশনার সৈয়দ গোলাম মোস্তফা চেয়ারম্যান হিসেবে আনন্দ চন্দ্রের নাম ঘোষণা করেন এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি নির্বাচিত হন। তিনি দায়িত্ব পালন করেন ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত। আনন্দ চন্দ্র রায় আইনজীবী ছিলেন। তাঁর নামানুসারে একটি রাস্তার নাম রাখা হয় আনন্দ চন্দ্র রায় রোড। আরমানীটোলায় তাঁর বাসভবনেই প্রতিষ্ঠা করা হয় আনন্দময়ী স্কুল। প্রথম নির্বাচিত সহসভাপতি বা ভাইস চেয়ারম্যান হন খাজা আমিরুল্লাহ। প্রথম নির্বাচিত কমিশনার ছিলেন রমাকান্ত নন্দী, ডা. কুম্বি, ডা. পি কে রায়, গোপী মোহন বসাক, ঈশ্বরচন্দ্র দাস এবং পূর্ণচন্দ্র ভূঁইয়া। এরপর কমিশনারদের ভোটে ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ঈশ্বরচন্দ্র দাস (১৮৮৮-১৮৯১), খাজা মোহাম্মদ আসগর (১৮৯১-১৮৯৪), ঈশ্বরচন্দ্র শীল (১৮৯৪-১৮৯৯), নবাব খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর আসগর (১৮৯৯-১৯০১), জে টি র‍্যানকিন (১৯০১-১৯০৫), নবাব খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর আসগর (১৯০৫-১৯১৬), রায় বাহাদুর প্যারিলাল দাস (১৯১৬-১৯২০), রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ কুমার দাস (১৯২০-১৯২৪), খাজা নাজিমুদ্দীন (১৯২৪-১৯২৮) সতীশচন্দ্র সরকার (১৯২৮-১৯৩২), রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্র কুমার দাস (১৯৩২-১৯৩৬), বীরেন্দ্রনাথ বোস (১৯৩৬-১৯৪০) এবং বিমলা নন্দা দাস গুপ্ত (১৯৪০-১৯৪৭)।
১৮৮০ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে ঢাকার নবাব ও অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তির সহায়তায় ঢাকা পায় পরিশুত পানি ও বৈদ্যুতিক আলো। পানি ও বিদ্যুতের ক্ষেত্রে পৌরসভা অগ্রাধিকার দিয়েছিল অভিজ্ঞ এলাকাগুলোতে। পৌরসভার পাশাপাশি ছিল নবাবদের নিয়ন্ত্রিত পঞ্চায়েত। মহল্লার পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচিত হত সমাজের বিত্তবানরা। তাদের প্রধান কাজ ছিল সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা। ঢাকা পৌরসভার জন্যে নতুন অ্যাক্ট ১৯৩২ সালে প্রবর্তিত হয়। এ অ্যাক্ট দেশ বিভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।
১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান অর্জনের সাথে সাথে ঢাকা শহরকে করা হলো তদানিন্তন পূর্বে পাকিস্তানের রাজধানী। প্রাদেশিক রাজধানীর পদমর্যাদা পাওয়ার পর থেকেই ঢাকার গুরুত্ব বেড়ে যায়। তাই এ শহরকে পুনবিন্যাসের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে সরকার ঢাকা পৌরসভা বাতিল ঘোষণা করে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত পৌরসভায় কোন নির্বাচন হয়নি। এ সময়ে সরকার মনোনীত ব্যক্তিবর্গই ঢাকা পৌরসভার কাজ পরিচালনা করতেন। ১৯৬০ সালে সরকার মিউনিসিপ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্ডিন্যান্স জারি করেন। এই অর্ডিন্যান্স বলে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের স্থলে সরকারি পদস্থ কর্মকর্তাকে মনোনয়নদানের আদেশ করা হয়। তবে ভাইস চেয়ারম্যান পদটি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকেই নির্বাচনের বিধি বলবৎ থাকে। ঢাকা পৌরসভা পূর্বে সাতটি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল। পাকিস্তান আমলে ১৯৬০ সালে সরকার এই পৌরসভার ২৫টি ইউনিয়নকে ৩০টি ইউনিয়নে বিভক্ত করে এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের ঢাকা পৌরসভার সদস্য পদ দান করে। তাছাড়া বেশ কিছুসংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিকে মনোনীত কমিশনার বা সদস্য করা হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ঢাকা পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে মনোনীত বা অনির্বাচিতরাই দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা হচ্ছেন

পানাউল্লাহ আহমেদ (১৯৪৭-১৯৪৯), কাজী গোলাম আহাদ (১৯৪৯-১৯৫১), আবুল খায়ের (১৯৫১-১৯৫৩), কাজী মোহাম্মদ বশীর (১৯৫৩-১৯৫৮), এ এ সিদ্দীক (১৯৫৮-১৯৫৯), শামসুল হক (১৯৫৯-১৯৫৯), এইচ এইচ নোমানী (প্রশাসক, ১৯৫৯-১৯৬০), কর্নেল জামশেদ খান (১৯৬০-১৯৬৩), তোফাজ্জেল হোসেন (১৯৬৩-১৯64), আবুল খায়ের (অফিসার ইনচার্জ, ১৯৬৪-১৯৬৪), মইন উদ্দিন আহমেদ (১৯৬৪-১৯৬৭), মো. খুরশীদ আনোয়ার (১৯৬৭-১৯৬৮), বদিউল আলম (১৯৬৮-১৯৬৯) এবং মেজর (অব.) এ এস খানসুর (প্রশাসক, ১৯৬৯-১৯৭১)।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকা শহরের গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পায় এবং সরকার কর্তৃক পৌর সংস্থাগুলোর প্রাচীন রীতি অনুসারে পরিচালনার আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১ সালে রাষ্ট্রপতির ৭ নম্বর আদেশ অনুসারে এগুলোর প্রতিটিতে সরকারি প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ২২ নম্বর আদেশ অনুসারে পৌরসভাগুলোতে সামান্য পরিবর্তন আনা হলেও এগুলোর কার্যাবলি প্রায় আগের মতোই থাকে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত চারজন প্রশাসক দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা হচ্ছেন খালেদ শামস, মঞ্জুরুল করিম, এইচ এন আশিকুর রহমান ও লে. কর্নেল (অব.) হাশেম উদ্দিন আহমেদ।

১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা নগরীকে ৫০টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে নির্বাচনের মাধ্যমে ঢাকা পৌরসভা গঠন করা হয়। ১৯৭৭ সালের ৩১ অক্টোবর কমিশনারদের মাধমে ঢাকা পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত। (৩১-১০-৭7 থেকে ৮-১০-৭৮ পর্যন্ত)। ১৯৭৮ সালে ঢাকা পৌরসভাকে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয় পৌরসভার চেয়ারম্যান ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র নামে অবিহিত হয়। এটা ছিল ঢাকা নগরবাসীদের বহুদিনের আশা আকাঙ্খার বাস্তব রূপায়ণ। এই সময় ৫০ জন নির্বাচিত কমিশনারসহ ৫ (পাঁচ) জন মনোনীত কমিশনার থাকার বিধান ছিল। এ করপোরেশনের মেয়র পদে ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত বহাল থাকেন ১৯৮২ সালের ৯ মে পর্যন্ত। ১৯৮২ সালে মিরপুর এবং গুলশাল পৌরসভাকে বিলুপ্ত করে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সাথে একীভূত করা হলে এর আয়তন ও দায়িত্ব বৃদ্ধি পায় এবং ঢাকা নগরী ঢাকা মহানগরীতে রূপান্তরিত হয়। এর ফলে ওয়ার্ডের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬টি। ১৯৮৩ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আয়তন, জনসংখ্যা ও দায়িত্ব ক্রমশয়ে বৃদ্ধিজনিত কারণে ওয়ার্ডের সংখ্যা ৭৫টিতে উন্নীত হয়। ১৯৮৩ সালে 'ঢাকা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন অর্ডিন্যান্স' নামে একটি স্বতন্ত্র অর্ডিন্যান্স জারি করে সরকার। এতে ৭৫ জন নির্বাচিত কমিশনার, ১০ জন মনোনীত নারী কমিশনার এবং পাঁচজন সরকারি কমিশনার রাখার বিধান ছিল। অর্ডিন্যান্সের বিধি-বিধান এবং এর অধীন প্রণীত আইন অনুসারে কমিশনাররা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন। নির্বাচিত কমিশনারদের মধ্য থেকে একজনকে মেয়র এবং তিনজনকে ডেপুটি মেয়র হিসেবে বাছাই করা হতো। মেয়র এবং ডেপুটি মেয়ররা করপোরেশনের কমিশনার হিসেবেও গণ্য হতেন। কমিশনারদের কার্যকালের মেয়াদ ছিল পাঁচ বছর। আবুল হাসনাতের পর ১৯৮৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দুজন করপোরেশনের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পান। তাঁরা হচ্ছেন মেজর জেনারেল (অব.) মাহমুদুল হাসান ও কর্নেল (অব.) এম এ মালেক। ১৯৮৯ সালের ৯ অক্টোবর থেকে ১৯৯০-এর ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত মো. নাজিউর রহমান মঞ্জু মনোনীত মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯০ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নাম পরিবর্তন করে ঢাকা সিটি করপোরেশন নামকরণ করা হয় এবং জনসেবার মান ও কার্যক্রম উন্নত ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে বিভক্ত করা হয়।ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত সিটি করপোরেশনের প্রথম মেয়র (মনোনীত) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালের ৩ ডিসেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি এ পদে ছিলেন। এরপর পদাধিকারবলে মেয়র হিসেবে অলিউল ইসলাম দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯১ সালের ৫ মে পর্যন্ত। ১৯৯১ সালের ১৯ মে থেকে ১৯৯৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনীত মেয়র হিসেবে নগরপ্রধানের আসনে ছিলেন মির্জা আব্বাস। পদাধিকারবলে বদিউর রহমান দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯৪ সালের ১০ এপ্রিল পর্যন্ত। ১৯৯৩ সালে 'ঢাকা সিটি করপোরেশন (সংশোধনী) আইন, ১৯৯৩' জারি করা হয়। এ আইনে মেয়র এবং কমিশনাররা প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান হয়। এতে আরো বিধিবদ্ধ হয়, নারী কমিশনারদের আসনসংখ্যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে এবং ওই সব আসন শুধু নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং নারী কমিশনাররা মেয়র ও কমিশনারদের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবেন। নতুন আইনে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ সালে এবং ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন মোহাম্মদ হানিফ। তিনি ২০০২ সালের ৪ এপ্রিল পর্যন্ত টানা আট বছর দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে ১৯৯৯ সালে সংরক্ষিত ৩০টি আসনে নারী কমিশনারদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন এবং ঢাকা সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড সংখ্যা ৯০টিতে উন্নীত করা হয়। অবিভক্ত ঢাকা সিটিতে ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে দ্বিতীয় মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হন সাদেক হোসেন খোকা। তিনি ২০০২ সালের ৫ এপ্রিল থেকে ২০১১ সালের ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ বছরের বেশি সময় দায়িত্ব পালন করেন।

১৮০১ সালে নগরীর জনসংখ্যা ছিল মাত্র দুই লাখ এবং ১৮৪০ সালের মধ্যে তা ক্রমেই কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৫১ হাজার ৬৩৬ জনে। ১৮০১ সাল থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে ঢাকার নিকটবর্তী ঘনবসতিপূর্ণ বহু এলাকা, যেমন নারিন্দা, ফরিদাবাদ, উয়ারী ও আলমগঞ্জ অনেকাংশেই পরিত্যক্ত হয়ে যায়। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে ঢাকার প্রশাসনিক গুরুত্ব নাটকীয়ভাবে আবারও বৃদ্ধি পায়, যখন এটিকে পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে নতুন একটি প্রদেশের রাজধানী করা হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে তার জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান আমলেও এই বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকে। ১৯৪৭ সালে ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ২ লক্ষ ৯৫ হাজার। ১৯৫১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯২৮ জনে। এরপর ১৯৬১ সালে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার ১৪৩ জন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ঢাকার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৮ লাখ, ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৪০ লাখ ২৩ হাজার ৮৮৩ জনে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী রাজধানীর লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৬৮ লাখ ১১ হাজার ৬৪২ জনে। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ঢাকার জনসংখ্যা ৮৩ লাখ ৭৮ হাজার ৫৯ জন। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ঢাকা দক্ষিণ সিটি

কর্পোরেশনের জনসংখ্যা ছিল ৩৮,৮৩,৪২৩ জন এবং ২০২২ সালের জনশুমারী অনুযায়ী ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জনসংখ্যা ৪২,৯৯, ৩৪৫ জন।
নগরবাসীর সেবা সহজলভ্য করার বৃহত্তর স্বার্থে ২০১১ সালের ২৩ নভেম্বর স্থানীয় সরকার সংশোধনী বিল-২০১১ অনুসারে সরকার ঢাকা সিটি করপোরেশনকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে। এ আইন অনুযায়ী ২০১১ সালের ৪ ডিসেম্বর থেকে ঢাকা সিটি করপোরেশনকে দুটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করার ঘোষণা দেওয়া হয়। এর ফলে ২০১২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন যাত্রা শুরু করে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন পাঁচটি অঞ্চল ও ৫৭টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত হয়। আইনী জটিলতার কারণে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। বিভক্ত দুই সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৫ সালের ২৮ এপ্রিল। এই ভোটে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন জনাব মোহাম্মদ সাঈদ খোকন।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) ৯ মে, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আয়তনে পরিবর্তন আসে, ঢাকার প্রান্তের ৮টি ইউনিয়নের সমন্বয়ে ১৮টি ওয়ার্ড গঠন করে সরকার। বর্তমানে ঢাকা দক্ষিণের মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ৭৫টি। ২০২০ সালের নির্বাচনের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা দক্ষিণের মোট ভোটার ছিল ২৩ লাখ ৬৭ হাজার ৪৮৮ জন।
পহেলা ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস। ১৬ মে ২০২০ সালে তিনি মেয়র হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পলায়ন করলে ১৯ আগস্ট ২০২৪ সালে ‘স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪’ এর ধারা ১৩ ক প্রয়োগ করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস কে অপসারণ করা হয়।
১৯ আগস্ট ২০২৪ তারিখে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪’ এর ধারা ২৫ ক এর উপধারা (১) প্রয়োগ করে স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মহঃ শের আলী কে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
২৩-০৯-২০২৪ তারিখে ‘স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪’ এর ধারা ২৫ ক এর উপধারা (১) প্রয়োগ করে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম কে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
২৬-০৯-২০২৪ তারিখে ‘স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪’ এর ধারা ১৩ ক প্রয়োগ করে প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণকে (সংরক্ষিত আসনসহ) স্ব স্ব পদ হতে অপসারণ করা হয়।
২৬-০৯-২০২৪ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে ‘স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন)(সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪’ এর ধারা ২৫ (ক)(২) মোতাবেক সরকার কর্তৃক পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রশাসককে সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়।

এক নজরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

স্থাপিত	১ আগস্ট ১৮৬৪
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান প্রশাসক	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া
নগর ভবনের স্থপতি	১. আবু এইচ ইমামুদ্দিন ২. লাইলুন নাহার একরাম ৩. আবু সাঈদ মোস্তাক ৪. মোঃ জহিরুদ্দিন ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কনসালটেন্টস বাংলাদেশ

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কার্যাবলী	θ জনস্বাস্থ্যঃ অস্বাস্থ্যকর ইমারত, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মশক নিয়ন্ত্রণ θ জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ রেজিস্ট্রি, θ সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, θ হাসপাতাল- স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাতৃসদনের মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা প্রদান, θ জলাবদ্ধতা নিরসন, θ খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ, বাজার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ, θ বেওয়ারিশ ও বিপজ্জনক পশু নিয়ন্ত্রণ, গবাদিপশু বিক্রয় রেজিস্ট্রিকরণ θ শহর পরিকল্পনা, জিআইএস ম্যাপিং, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, θ রাস্তা-ফুটপাথ-নর্দমা তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তার বাতি জ্বালানো θ পথচারী পারাপারে ফুটওভার ব্রীজ তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণ, θ পার্ক, খেলার মাঠ ও কবরস্থান তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণ, θ বৃক্ষ রোপন ও সৌন্দর্যবর্ধন, θ শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশ, θ পাঠাগার, ব্যয়ামাগার তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণ, θ বিভিন্ন কর আদায়, θ ট্রেড লাইসেন্স প্রদান, θ ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন θ পরিবেশ উন্নয়ন
প্রশাসনিক ওয়ার্ডের সংখ্যা	৭৫

ওয়ার্ড কাউন্সিলর (সাধারণ ওয়ার্ড)	৭৫ জন
ওয়ার্ড কাউন্সিলর (সংরক্ষিত ওয়ার্ড)	২৫ জন
জনসংখ্যা	৩৮,৮৩,৪২৩ জন (আদমশুমারী ২০১১ অনুযায়ী) ৪২,৯৯, ৩৪৫ জন (জনশুমারী ২০২২ অনুযায়ী)
ভোটার	২৩ লাখ ৬৭ হাজার ৪৮৮ জন (২০২০)
প্রশাসনিক জোনের সংখ্যা	১০ টি
আয়তন	১০৯.২৪ বর্গ কি.মি.
থানার সংখ্যা	২৩টি
অনুমোদিত স্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা	৩১৬৬ জন
অর্গানোগ্রামভুক্ত কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা	১৮৭৭ জন
কর্মরত পরিচ্ছন্নতা কর্মীর সংখ্যা	৪৬৯৮ জন
কর্মরত দৈনিক মজুরীভিত্তিক (দক্ষ/অদক্ষ) কর্মীর সংখ্যা	১৮৬২ জন
মোট কর্মরত জনবলের সংখ্যা	৮৪০৭ জন
রাস্তা	১৬৫৬.৩৭ কি.মি.
নর্দমা(ড্রেন) (খোলা)	৪৬৬.৪৩ কি. মি.
নর্দমা(ড্রেন) (পাইপ)	৭১৫.৭৩ কি. মি.
ফুটপাত	২৩১.৪৮ কি.মি.
মিডিয়ান	৬০.২৩ কি.মি.
আন্ডারপাস	১টি
পথচারী পারাপার সেতু (ফুটওভার ব্রীজ)	৩৩টি
উড়াল সেতু (ফ্লাইওভার)	৩টি
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১টি
কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ	১টি
ওয়াকি-টকির (ওয়্যারলেস) সংখ্যা	৪০০টি
আধুনিক এ্যাসফল্ট প্লান্ট	১টি

বিদ্যুৎ উপ-কেন্দ্র	৪৫ টি
সড়কের পোল সংখ্যা	ডিএসসিসি-৭৮৫০ + ডিপিডিসি ৫১৪৩৩ মোট= ৫৯২৮৩ টি
সড়ক বাতির (এলইডি) সংখ্যা	৫৯২৮৩ টি
ট্রাফিক সিগনাল	৪০টি
পার্ক	৩০টি
খেলার মাঠ	১৮টি
গণ শৌচাগার (পাবলিক টয়লেট)	৫৫টি
কসাইখানা	২টি
গৃহকর (হোল্ডিং টাক্স) এর সংখ্যা	২,৭১,৯৭৭
বাণিজ্য অনুমতি (ট্রেড লাইসেন্স) এর সংখ্যা	২,৪৬,১৮০
ভূগর্ভস্থ মার্কেট	১টি
ঢাদসিক মার্কেট	৯২ টি
কাঁচাবাজার	১৩টি (ডিএসসিসি) + ১৬টি প্রাইভেট
রিক্সার সংখ্যা (নিবন্ধিত)	১৮২৬৩০
নগর যাদুঘর	১টি
সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র	৩৭টি
পাঠাগার (ঢাদসিক)	৮টি
শরীর চর্চা কেন্দ্র (ব্যায়ামাগার)	২৫টি
চলচিত্র প্রেক্ষাগৃহ (সিনেমা হল)	১৩ টি
সংগীত বিদ্যালয়	১২টি
কবরস্থান	৪টি
শশ্মানঘাট	২টি
মহানগর মহিলা কলেজ	১টি
পুরানা মোগলটুলী উচ্চ বিদ্যালয়	১টি

নাট্যমঞ্চ	১টি
নাজিরাবাজার মাতৃসদন	১টি
সম্প্রসারিত টিকাদান কেন্দ্র	১৫৩ টি
ভ্যাকসিনেশন সাইট	৩৯৬ টি
মহানগর জেনারেল হাসপাতাল	১টি
মহানগর শিশু হাসপাতাল (ডিএসসিসি)	১টি
নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৩১টি
নগর মাতৃসদন (ইউপিএইচসিএসডিপি-২)	৬টি
আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগার	১টি
অন্তর্বর্তীকালীন স্থানান্তর কেন্দ্র (এসটিএস)	৬৪টি
ভাগার (স্যানিটারি ল্যান্ডফিল)	১টি
যানবাহন	৫৯৮টি
দিবাযত্ন কেন্দ্র (ডে কেয়ার সেন্টার)	১টি
নগর ডিজিটাল সেন্টার	৫৭টি
বিশ্ববিদ্যালয়	১৯
কলেজ	১৭৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২২৮
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৮
মাদ্রাসা	৪৬
টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট	২৩
তথ্য বাতায়ন (ওয়েব পোর্টাল)	www.dscc.gov.bd
ওয়েব মেইল	info@dscc.gov.bd
ফেসবুক	Facebook.com/officialpage.dscc
নগর ভবন কন্ট্রোল রুম নম্বর	০২২২৩৩৮৬০১৪ ০১৭০৯৯০০৮৮৮

১। আয়োতন: ১০৯.২৫ বর্গ কি:মি: (সূত্র: ডিএসসিসি'র ওয়েবসাইট)।
২। ওয়ার্ড সংখ্যা: ৭৫ টি।
৩। অঞ্চল সংখ্যা: ১০ টি।
৪। জনসংখ্যা: ৪২,৯৯,৩৪৫ (সূত্র: BBS এর Preliminary Report, ২০২২; BBS ওয়েবসাইট)
৫। ভিশন ও মিশন:
ভিশন: সুন্দর, সচল, সুশাসিত, উন্নত ও ঐতিহ্যের ঢাকা বিনির্মাণ (সূত্র: ডিএসসিসি'র ওয়েবসাইট)
মিশন: জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নাগরিক সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ; অবকাঠামো উন্নয়ণ এবং নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে নগরবাসীর জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন (সূত্র: ডিএসসিসি'র ওয়েবসাইট)।

ক্রমিক নং- ৬। প্রধান সেবাসমূহ কার্যক্রম :

* রাস্তা-ফুটপাথ-ড্রেন রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং রাস্তার বাতির ব্যবস্থা করা।
* সকল নগর বাসীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণের আওতায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাগাশি সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
* নগরবাসীর দৈনন্দিন খাবার ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যোগান নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে নগরীর স্থানে স্থানে বাজার ও মার্কেটের ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
* নগরীর বিশাল জনগোষ্ঠী দ্বারা সৃষ্ট আবর্জনা দৈনিক অপসারণের বাবস্থা করা।
* পরিকল্পিত উপায়ে নগরীর স্থানে খেলার মাঠ, পার্ক ও সামাজিক অনুষ্ঠান কোন্দ্রের (কমিউনিটি সেন্টারের) ব্যবস্থা করা।
* মৃত ব্যক্তির লাশ কবরস্থ/দাহের জন্য কবরস্থান/শ্মশান ঘাটের ব্যবস্থাপনা করা।
* অপরাধ রোধকল্পে ও সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং যান ও পধচারী চলাচনের সুবিধার্থে নগরের সড়কসমূহ স্ট্রীট লাইটের ব্যবস্থা করা।
* এ লক্ষ্যসমূহ অর্জনে কর্পোরেশন একদিকে যেমন জনগণের নিকট থেকে ট্যাক্স আদায় করে অন্যদিকে সার্ভিসসমূহ নিশ্চিত করে। এ উদ্দেশ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন অন্যান্য কাজের সাথে নিম্নের কাজগুলো রুটিন কাজ হিসাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকৌশল বিভাগ	স্বাস্থ্য বিভাগ	সম্পত্তি বিভাগ
• ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাথ উন্নয়ন; • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত গাড়ী, রাস্তা, বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য কাজের যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ; • ব্রীজ, কালভার্ট তৈরী এবং নীচু এলাকার উন্নয়ন; • রাস্তার ধারে বাতি স্থাপন করে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা; • ট্রাফিক বাতি ও যাতায়াতের উন্নয়ন সাধন; • রাস্তার পানি অপসারণ করা;	• হাসপাতাল স্থাপন ও পরিচালন; ক্ষতিকারক রোগ নিরাময়; • জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ; • হেলথ সেন্টার স্থাপন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করাঃ • জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ; • রাস্তা, উন্মুক্ত স্থান এবং কৃষি জমি পশুর ক্ষতি হতে বিরতকরণ; • বিপদজনক পশুর হাত থেকে রক্ষাকরণ; জবাইখানা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন; • পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কার্যক্রম	• ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সম্পত্তি ও জমি রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি; • ঢাদসিক'র সম্পত্তি নিলাম পরিচালনা; • মহিলা ও পুরুষের জন্য আলাদাআলাদা টয়লেটের ব্যবস্থাকরণ; • পশুর হাটের লীজের ব্যবস্থাকরণ; • মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
		সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন বিভাগ

• রাস্তার ধারে ও বিভিন্ন স্থানে গাছ লাগানো; • ঢাকা দক্ষিণ সিটির মধ্যস্থিত বাগান ও খালি জায়গা তদারকী; • মার্কেট তৈরী/উন্নয়ন ও সুষ্ঠু চলাচলের ব্যবস্থা করে তা তদারকি করা; • বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, মাতৃসদন, স্কুল, পাঠাগার, কমিউনিটি সেন্টার, পাবলিক টয়লেট, ফোয়ারা, আন্ডারপাস, ফুটওভার ব্রীজ ও মাকেট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পার্ক, শিশু পার্ক, খেলার মাঠ ও এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট তদারকি; • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নদী ও জলাশয়ে নির্দিষ্ট স্থানে জনসাধারণের গোসল ও কাপড়-চোপড় ধৌতকরণের সু-ব্যবস্থাকরণ; ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন	পরিচালনা; • জনক্ষতিকর রোগাক্রান্ত পশু-পাখি এবং অ-গৃহপালিত কুকুর নিধন;	• জাতীয় ও বিশেষ দিবসে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ; • বিভিন্ন ধরণের উৎসবের আয়োজন করা; • খেলাধুলা ও শরীরচর্চা বিষয়ক অনুষ্ঠান পরিচালনা; • বিভন্ন র‍্যালি, টুর্ণামেন্ট, সাংস্কৃতিক উৎসব পরিচালন; • প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় রিলিফ কার্য পরিচালনা; • সংগীত শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা; • ডে-কেয়ার সেন্টার; • বস্তিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা;
রাজস্ব বিভাগ	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	অন্যান্য
• ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি হোল্ডিং হতে রাজস্ব আদায়; • ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত মার্কেট হতে ভাড়া আদায়; • ফিসহ ট্রেড লাইসেন্স প্রদান, • অযান্ত্রিক গাড়ীর ফি আদায়; • বিজ্ঞাপন ফি, সিনেমা ফি ও বিনোদন ফি আদায় ও বিজ্ঞাপন ও বিউটিফিকেশন কার্যক্রম; • নতুন ট্রাক্স ধার্য ও হোল্ডিং নম্বর প্রদান।	• বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিচ্ছন্নতার কাজ; • বেসরকারি ও এনজিও ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য পরিচালনাকরণ; • স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মেডিকেল বর্জ্য অপসারণ;	• ওয়ার্ড ভিত্তিক জিআইএস ম্যাপ তৈরী; • রাস্তার উপর পরিকল্পিত গাড়ী পার্কিং ব্যবস্থা; • ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিন্হিতকরণ ও ঝুঁকিমুক্ত করার বিষয়ে ব্যবস্তাগ্রহণ;

ক্রমিক নং- ৭। প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল :

ক্রমিক	অনুমোদিতজনবল	কর্মরত	২০২৩-২৪ অর্থবছরেপূরণকৃতপদসংখ্যা	সৃষ্টপদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
৭	৩,১৬৬	২,৩২৭	৪৯৩	৭৪৪	৮৩৯	

ক্রমিক নং- ৮। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রাজস্ব আয়ের খাতভিত্তিক বিবরণ :

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

বাজেটের রাজস্ব আয়সহ অন্যান্য আয়ের বিবরণ (কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	মধ্যবর্তী সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	আয় ২০২৩-২০২৪
	রাজস্ব আয়ঃ		
১	কর (হোল্ডিং-৭%,পরিচ্ছন-২%,লাইটিং-২%,স্বাস্থ্য-১% মোট-১২%)	৫০০.০০	৪০০.৩৭
২	বাজার সালামী	১৫০.০০	১৪৫.৩৯
৩	বাজার ভাড়া	৪০.০০	৩৩.৯৮
৪	ট্রেড লাইসেন্স ফিস (নতুন ও নবায়ন)	১২৫.০০	৭৬.৮২
৫	রিক্সা লাইসেন্স ফিস	১.০০	০.২২
৬	প্রমোদ কর (সিনেমা)	০.৫০	০.৪৩

৭	বিজ্ঞাপন	২০.০০	৯.২৪
৮	মোবাইল টাওয়ার	৯.৫৩	৮.৪৮
৯	মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার	১৫.০০	৯.২৯
১০	কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত হোটেলে অবস্থানকারীর উপর নগর কর।	৩.০০	১.১৮
১১	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর (রেজিস্ট্রিকৃত মূল্যের ২%)	১৭৫.০০	১৩২.২৭
১২	ক্ষতিপূরণ (অকট্রয়)	৩.০০	২.৫০
১৩	ইমারত নির্মাণ এবং পুনঃ নির্মাণের জন্য আবেদনের উপর কর আবেদনের উপর কর।	১.০০	০.০০
১৪	পেশা বা বৃত্তির উপর কর	০.০৫	০.০০
১৫	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ট্রেনিং সেন্টার প্রভৃতির উপর কর	০.০৫	০.০০
১৬	মেলা, কৃষি প্রদর্শনী, শিল্প প্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য জনসমাবেশের উপর ফিস	০.০৫	০.০০
১৭	টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ ফি	০.১০	০.০০
১৮	নগরীতে ভোগ, ব্যবহার বা বিক্রয়ের জন্য পণ্য আমদানীর উপর কর	০.০৫	০.০০
১৯	নগর হইতে পণ্য রপ্তানির উপর কর	০.০৫	০.০০
২০	টোল জাতীয় কর	০.০৫	০.০০
২১	সরকার কর্তৃক আরোপিত করের উপর উপকর	০.০৫	০.০০
২২	বাস/ট্রাক টার্মিনাল	৩০.০০	৬.৩০
২৩	কোরবানি উপলক্ষ্যে অস্থায়ী পশুর হাট	৩০.০০	২৬.৩৯
২৪	ইজারা (টয়লেট, পার্কিং, কাঁচা বাজার, ভাগার ইত্যাদি)	৩০.০০	২৫.৩২
২৫	জবাইখানা ইজারা	৫.০০	০.০০
২৬	পেট্রোল পাম্প	৩.৯৭	৩.৯৭
২৭	PCSP (Primary Collection Service Provider) ও চিকিৎসা বর্জ্য সংগ্রহকারী এবং বাৎসরিক নিবন্ধন ফি।	১০.০০	৯.৯০
২৮	বেসরকারি বাজার নিবন্ধনের উপর ফিস	১.০০	০.০৯
২৯	অন্যান্য ভাড়া (ভূমি, মহানগর নাট্যমঞ্চ, ছিন্নমূল ও নগর ভবন ইত্যাদি)	৮.০০	৩.৫৮
৩০	পশুর উপর কর	০.০১	০.০১
৩১	জনসেবামূলক কার্য সম্পাদনের জন্য রেইট	০.০১	০.০০
৩২	রাস্তা খনন ফিস	৬৫.০০	৬২.০৯
৩৩	ইউটিলিটি সার্ভিস প্রদানে রাস্তা ব্যবহারের ফিস	০.০৫	০.০০
৩৪	যন্ত্রপাতি ভাড়া	৫.০০	১.১৮

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

বাজেটের রাজস্ব আয়সহ অন্যান্য আয়ের বিবরণ (কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	মধ্যবর্তী সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	আয় ২০২৩-২০২৪
৩৫	হোসেন শহীদ সোহরাহ্ওয়র্দী শিশু পার্ক	০.১৫	০.১১
৩৬	বিভিন্ন ফরম বিক্রয়	১.৫০	১.২৪
৩৭	সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্রের ভাড়া	১০.০০	৭.২২
৩৮	কবরস্থান, শ্মশানঘাট	৯.০০	৮.৩৯

৩৯	বিবাহ, তালাক, দত্তক গ্রহণ ও যিয়াফত বা ভোজের উপর কর।	০.২৫	০.০৯
৪০	প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার ইত্যাদির নিবন্ধিকরণ ফি।	০.৫০	০.০০
৪১	জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন ফি	২.০০	০.৫৬
৪২	স্বাস্থ্যসেবা খাতে আয়	০.৭৫	০.৪৭
৪৩	খাদ্যদ্রব্য নমুনা পরীক্ষাগারের আয়	০.২০	০.০১
৪৪	অন্যান্য (ব্যাংক সুদ, মেট্রোরেল, পদ্মা সেতুসহ)	৩০.০০	৪.৩২
	মোট রাজস্ব আয়	১২৮৫.৮৭	৯৮১.৪১
	অন্যান্য আয়ঃ		
১	অপ্রয়োজনীয়/অব্যবহার্য সম্পদ বিক্রয় ও অন্যান্য	৬.০০	৩.৮৮
২	ঋণ আদায় (কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ-নির্মাণ ঋণ ও অন্যান্য)	০.২৫	০.২১
৩	বেসরকারী দান/অনুদান	১.০০	০.১৮
৪	নিয়োগ হতে আয়	৪.২৫	২.৫০
৫	মাতুয়াইল কেন্দ্রীয় ভাগাড় থেকে আয়	৩.০০	০.২১
৬	জরিমানা বাবদ আয়	১০.০০	৩.০৭
৭	স্থায়ী আমানতের সুদ হতে প্রাপ্ত আয়	৬০.০০	৬৯.১০
৮	বিলুপ্ত ডিসিসি'র স্থিতি হতে প্রাপ্তি	২.০০	১.০০
	মোট অন্যান্য আয়	**৮৬.৫০**	**৮০.১৫**
	সরকারি উৎস থেকে আয়		
১	সরকারি মঞ্জুরী (থোক)	৫৪.১৬	৫৪.১৬
২	সরকারি বিশেষ মঞ্জুরী	২০.০০	১৩.৩৬
	মোট সরকারি উৎস থেকে আয়	**৭৪.১৬**	**৬৭.৫২**
	ঢাদসিক, সরকারি ও বৈদেশিক সহায়তামূলক প্রকল্প	**৪৪৫৮.৮২**	**৭১৬.৩৩**
	সর্বমোট	**৫৯০৫.৩৫**	**১৮৪৫.৪১**

ক্রমিক নং- ৯। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বাজেট ও খাতভিত্তিক বিবরণ :

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

বাজেটের পরিচালন ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ (কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	খাত	মধ্যবর্তী সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	ব্যয় ২০২৩-২০২৪
	পরিচালন ব্যয় ঃ		
১.০	**কর্মচারীদের প্রতিদান (বেতন, ভাতা ও অন্যান্য)**	**৩০০.০০**	**৩০৮.৬৩**
১.১	কর্মচারীদের প্রতিদান (বেতন, ভাতা ও অন্যান্য)	২৮০.০০	২৭০.২২
১.২	গ্রাচ্যুইটি	২০.০০	৩৮.৪১
২.০	**বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পানি ও গ্যাস**	**৭৯.০০**	**৯৩.২০**
২.১	বিদ্যুৎ	৩৫.০০	৩৪.৮১
২.২	গাড়ির জ্বালানি (তেল, গ্যাস ইত্যাদি)	৩৬.০০	৫০.৮৪
২.৩	পানি	৩.০০	২.৮৩

২.৪	গ্যাস	৫.০০	৪.৭২
৩.০	**মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ**	**২৮.৭০**	**২১.১৬**
৩.১	পুরকৌশল (ভৌত ও সড়ক)	৮.০০	৮.০৬
৩.২	যান্ত্রিক (মূল ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা)	১১.০০	৬.১২
৩.৩	বিদ্যুৎ (সড়কবাতি, নগর ভবনসহ অন্যান্য)	৭.০০	৬.৯৮
৩.৪	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থানান্তর কেন্দ্র ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০.৫০	০
৩.৫	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২.০০	০
৩.৬	উদ্যান ও খেলার মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ	০.২০	০
৪.০	**সরবরাহ**	**৬২.২৮**	**৫০.৫১**
৪.১	মটর গাড়ির টায়ার-টিউব ও ব্যাটারী	৮.০০	০.৭
৪.২	কম্পিউটার, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ	১.২২	০.৮৩
৪.৩	সিট এ্যাংগেল সরবরাহ (ট্রাক এবং বর্জ্যের আধার নির্মানের মালামাল)	০.৫০	০.৫
৪.৪	বৈদ্যুতিক মালামাল	০.৫০	০.৪
৪.৫	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী ও পোষাক	৩.৩০	২.৮৩
৪.৬	মনোহরী/ স্টেশনারী	০.৭৫	০.৭৫
৪.৭	মুদ্রণ (বাঁধাইসহ)	১.৩০	০.৯৯
৪.৮	পোষাক, ছাতা-জুতা ইত্যাদি	০.৩৪	০.০৭
৪.৯	ব্লিচিং পাউডার ও জীবানুনাশক	০.৪৮	০.৪৩
৪.১০	বিবিধ ব্যয় (ভান্ডার)	০.১০	০.০৩
	স্বাস্থ্য বিভাগ:		
৪.১১	মশক নিধনে ব্যবহৃত কীটনাশক	৩৮.৫০	৩৮.৮৩
৪.১২	ফগার/হুইল/স্প্রে-মেশিন পরিবহন	৩.৭৫	২.০১
৪.১৩	প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (নগরভবন)	০.০৪	০.০৪
৪.১৪	ঔষধ (হোমিওপ্যাথিক)	০.০২	০.০২
৪.১৫	খাদ্য পরীক্ষাগার (ল্যাব) পরিচালনা	০.১৫	০
৪.১৬	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	০.০৫	০
৪.১৭	নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কুকুর নিয়ন্ত্রণ (ভেটেরেনারীসহ)	০.১৫	০.১৫
৪.১৮	মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা	০.০১	০
৪.১৯	তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	০.০১	০

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

বাজেটের পরিচালন ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ (কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	খাত	মধ্যবর্তী সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	ব্যয় ২০২৩-২০২৪
	মহানগর জেনারেল হাসপাতাল:		
৪.২০	ঔষধ	০.৬০	০.২৩
৪.২১	সার্জিক্যাল দ্রব্যাদি	০.০৮	০.০১
৪.২২	রোগীর খাদ্য	০.৩০	০.০৮
৪.২৩	সরঞ্জাম, কেমিক্যাল ও প্যাথলজি ইত্যাদি	০.৮০	০.৭৪
৪.২৪	বিবিধ	০.০৫	০.০৫
	মহানগর শিশু হাসপাতাল:		
৪.২৫	ঔষধ	০.৩৫	০.৩৩
৪.২৬	সার্জিক্যাল দ্রব্যাদি	০.১২	০.১

৪.২৭	রোগীর খাদ্য	০.২৫	০.০৩
৪.২৮	সরঞ্জাম, কেমিক্যাল ও প্যাথলজি ইত্যাদি	০.১৫	০
৪.২৯	বিবিধ	০.০২	০.০২
	নাজিরা বাজার মাতৃসদন:		
৪.৩০	ঔষধ	০.১০	০.০৯
৪.৩১	সরঞ্জাম ও সার্জিক্যাল দ্রব্যাদি	০.২৫	০.২৪
৪.৩২	প্যাথলজি	০.০২	
৪.৩৩	বিবিধ	০.০২	০.০১
৫.০	**ভাড়া, রেটস্ ও কর**	**১১.২৫**	**২.৪৪**
৫.১	ভাড়া (কাউন্সিলর অফিসসহ)	১.০০	০.৭২
৫.২	গাড়ি রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস ও ট্যাক্স (বাস ভাড়াসহ)	১.২৫	১.৭২
৫.৩	ভূমি উন্নয়ন কর	৯.০০	০
৬.০	**কল্যাণমূলক ব্যয়**	**১৭.৮৭**	**১৬.৪৩**
৬.১	মসজিদ/মাদ্রাসা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান	৩.০০	৩.০৯
৬.২	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক	১.০০	০.০১
৬.৩	প্রাকৃতিক দূর্যোগ (বন্যা, দূর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড, মহামারি ইত্যাদি)	১.০০	০.১৪
৬.৪	সমাজকল্যাণ মূলক কার্যক্রম	০.০৫	০.০৫
৬.৫	মেয়র মহোদয়ের ঐচ্ছিক তহবিল	১০.০০	১০.০৩
৬.৬	ধর্মীয় উৎসব (জাতীয় ঈদগাহসহ) ব্যবস্থাপনা, ডেকোরেশন ও সাজসজ্জাকরণ)	২.০০	২.২
৬.৭	কবরস্থান/ শ্মশানঘাটে লাশ দাফন/ দাহ	০.০১	০
৬.৮	জাতীয় ও অন্যান্য দিবস উদযাপন	০.৭৫	০.৮৯
৬.৯০	পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে মাননীয় মেয়রের প্রণোদনা	০.০২	০
৬.১০	শ্রেষ্ঠ কাউন্সিলর পদক	০.০১	০.০১
৬.১১	বিবিধ	০.০৩	০.০১
৭.০	**ভ্রমণ ও যাতায়াত**	**০.০১**	**০.০২**
৮.০	**ডাক, তার ও দূরালাপনী**	**০.০৮**	**০.০৮**
৯.০	**আতিথেয়তা**	**০.৫০**	**০.৫**
১০.০	**গোষ্ঠী বীমা**	**০.৩৬**	**০**

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

পরিচালন ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ (কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	খাত	মধ্যবর্তী সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	ব্যয় ২০২৩-২০২৪
১১.০	**বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা**	**৫.০৫**	**২.৯৮**
১১.১	বিজ্ঞাপন	৪.২৫	২.৩৮
১১.২	প্রচারণা	০.৭০	০.৫৩
১১.৩	জনসচেতনতা/উদ্বুদ্ধকরণ	০.১০	০.০৭
১২.০	**ফিস**	**৯.৭৫**	**১.২৪**
১২.১	কারিগরী উপদেষ্টা/পরামর্শক/সার্ভে ফি ও অন্যান্য	৯.০০	০.২৯
১২.২	আইনজীবীদের ফি ও আনুসাঙ্গিক	০.৭৫	০.৯৫
১৩.০	**প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন সংস্থার চাঁদা**	**১.৮৭**	**১.৯০**
১৩.১	বিদেশে প্রতিনিধি প্রেরণ	০.০৫	০.০৫

১৩.২	আন্তর্জাতিক নগরসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক	০.০৩	০.০৯
১৩.৩	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	০.২০	০.০৪
১৩.৪	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কসপ	০.০৩	০
১৩.৫	উদ্ভাবন, শুদ্ধাচার, কাইযেন ও সেবা সহজীকরণ	০.০৩	০
১৩.৬	দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ণ ও নাগরিক সম্পৃক্ততা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	০.০৩	০
১৩.৭	নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যয়	১.৫০	১.৭২
১৪.০	**বর্জ্য ব্যবস্থাপনা**	**৩০.০২**	**২৩.৬৩**
১৪.১	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম (খাল, জলাশয়, নর্দমা ইত্যাদি)	৩০.০০	২৩.৬৩
১৪.২	মাতুয়াইল কেন্দ্রীয় ভাগাড় পরিচালনা	০.০২	০
১৫.০	**সম্পত্তি সংক্রান্ত**	**০.৫০**	**১.৭৭**
১৫.১	**ভ্রাম্যমান আদালত/ উচ্ছেদ কার্যক্রম**	০.৫০	**০.৪৪**
১৫.২	**সম্পত্তি সংক্রান্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ**	**০.০০**	**০**
১৬.০	**বিবিধ ব্যয়**	**০.৫০**	১.৩৩
মোট পরিচালন ব্যয়		**৫৪৭.৭৪**	**৫২৫.৮২**
	অন্যান্য ব্যয়ঃ		
১	ঋণ পরিশোধ/ ডিএসএল/ মামলা সংক্রান্ত দায় ও অন্যান্য	০.২০	০
২	সালামী ফেরত	২৫.০০	২২.২৬
৩	গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য অগ্রিম	০.০১	০
	মোট অন্যান্য ব্যয়	**২৫.২১**	**২২.২৬**
	মোট পরিচালন ও অন্যান্য ব্যয়	**৫৭২.৯৫**	**৫৪৮.০৮**

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
উন্নয়ন ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	খাত	মধ্যবর্তী সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	ব্যয় ২০২৩-২০২৪
১	**সড়ক ও ট্রাফিক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন**	**৩৮৮.০২**	**২০৮.২৩**
১.১	রাস্তা, ফুটপাত, ক্যাম্বার ও সারফেস ড্রেন	২০০.০০	৯৫.৯২
১.২	ফ্লাইওভারের নীচে সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ	৩.০০	২.৩৮
১.৩	সড়ক উন্নয়নের জন্য মিক্সড মেটেরিয়ালস্	২.০০	১.৭৫
১.৪	এ্যাসফল্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে রাস্তা উন্নয়ন	১৮.০০	১.৭৮
১.৫	খননকৃত সড়ক সংস্কার	২৮.০০	২৫.৩৮
১.৬	রাস্তার বিদ্যুতায়ন/ এলইডি বাতি স্থাপন	২০.০০	৭.৮৪
১.৭	ফুটওভার ব্রীজ/আন্ডারপাস	৪.০০	০.৪
১.৮	বাস/ট্রাক টার্মিনাল/ভেহিকেল সেড	৩৫.০০	৩০.৭৮
১.৯	ট্রাফিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৫.০০	১.৫৮
১.১০	রোড মার্কিং	০.০১	০
১.১১	রোড সাইন	০.০১	০
১.১২	কনক্রিট প্ল্যান্টের মাধ্যমে রাস্তা উন্নয়ন	২.০০	০
১.১৩	জলাবদ্ধতা দূরীকরণ	৬০.০০	৪০.৪২
১.১৪	সেতু নির্মাণ	১.০০	০

২	**কবরস্থান/শ্মশানঘাট সংস্কার ও উন্নয়ন:**	**১৩.০০**	**৭.১৮**
২.১	কবরস্থান	১২.০০	৭.১৮
২.২	শ্মশানঘাট	১.০০	০
৩	**নাগরিক বিনোদনমূলক সুবিধাদি উন্নয়ন:**	**৮.০১**	**১.৪৩**
৩.১	নতুন শিশুপার্ক নির্মাণ	০.০১	০
৩.২	পার্ক/ উদ্যান উন্নয়ন	১.৫০	০.৪৩
৩.৩	খেলার মাঠ উন্নয়ন	১.০০	১
৩.৪	ধানমন্ডি লেক উন্নয়ন	৫.০০	০
৩.৫	খাল পুনরুদ্ধার, উন্নয়ন ও সংস্কার	০.৫০	০
৪	**ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন/ রক্ষণাবেক্ষণ:**	**৬৬.৩৭**	**৬৪.৮১**
৪.১	নগর ভবন	১.৫০	১.৩৪
৪.২	আঞ্চলিক কার্যালয় ও অন্যান্য স্থাপনা উন্নয়ন এবং সৌন্দর্যবর্ধন	৩.০০	৩.০৮
৪.৩	সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র	৫.০০	৪.৩৭
৪.৪	শরীরচর্চা কেন্দ্র	০.০১	০
৪.৫	কাউন্সিলর কার্যালয় ও গ্রন্থাগার	০.০১	০
৪.৬	বাজার নির্মাণ (নতুন)	৪৫.০০	৪৭.৮২
৪.৭	নিজস্ব কাঁচাবাজার/ মার্কেট রক্ষণাবেক্ষণ	৫.০০	৪.৫৭
৪.৮	কাজী বশির মিলনায়তন এবং জহির রায়হান মিলনায়তন	০.০১	০
৪.৯	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আবাসন	১.০০	০
৪.১০	হাসপাতাল	১.৫০	১.৪৮
৪.১১	মাতৃসদন	০.১০	০
৪.১২	পরিচ্ছন্নকর্মী আবাসন	০.০১	০
৪.১৩	বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মান ও স্থাপনা সংস্কার	০.৫০	০
৪.১৪	নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ অবকাঠামো উন্নয়ন	৩.৭৩	২.১৫

উন্নয়ন ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	খাত	মধ্যবর্তী সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	ব্যয় ২০২৩-২০২৪
৫	**পরিবেশ উন্নয়ন:**	**৪৮.৩৫**	**৩৫.৩১**
৫.১	বৃক্ষরোপন ও বনায়ন	০.৩০	০.৩
৫.২	মিডিয়ান/ ফুটপাত সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ ও সবুজায়ন	০.০৫	০
৫.৩	ডাস্টবিন/ এসটিএস/ কভার ওয়েস্ট কনটেইনার/ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার	১৫.০০	৯.২১
৫.৪	গণশৌচাগার নির্মাণ	২.০০	০.৭৫
৫.৫	কেন্দ্রীয় ভাগাড় রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন	৪.০০	১.৫
৫.৬	ঐতিহ্যবাহি স্থাপনা সংস্কার	২.০০	০.৯২
৫.৭	আদি বুড়িগঙ্গা খাল পুনরুদ্ধার	২৫.০০	২২.৬৩
৬	**নতুন ১৮টি ওয়ার্ডে প্রধান সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন**	**৮৫.০০**	**০**
৭	**৮টি সংসদীয় এলাকায় বিশেষ উন্নয়ন**	**৩২.০০**	**১৭.৫৯**
৮	**বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প (মেয়রের জন্য নির্ধারিত)**	**১০০.০০**	**৭৬.০৭**
৯	**অপ্রত্যাশিত উন্নয়ন ব্যয় (মেয়রের জন্য নির্ধারিত)**	**২০.০০**	**৭.৪৯**
১০	**নতুন সম্পত্তি অর্জন**	**২.০০**	**০**
১১	**ভুমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন**	**২০.০০**	**০**
১২	**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র**	**৫.০০**	**০**

১৩	কামরাঙ্গীর চর কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক অঞ্চলের উন্নয়ন	২০.০০	০
১৪	৫০ তলা বিশিষ্ট শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র নির্মাণ	০.১০	০
১৫	বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে গণপরিসর উন্নয়ন	০.১০	০
১৬	বেড়ীবাঁধের সড়ক ছয় সারিতে উন্নীতকরণ	০.২৫	০
১৭	সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও সম্পদ ক্রয় (পরিশিষ্ট-"ক")	৪১.৬৫	২৩.৬৫
১৮	বাস্তবায়িত প্রকল্পের বকেয়া (ম্যাচিং ফান্ড)	২৩.৭৩	১১.৮৮
	মোট ঢাদসিক এর নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়ন ব্যয়	৮৭৩.৫৮	৪৫৩.৬৪
১৯	ঢাদসিক, সরকারি ও বৈদেশিক সহায়তায় উন্নয়ন ব্যয়	৪৪৫৮.৮২	৭১৬.৩৩
	সর্বমোট (রাজস্ব, উন্নয়ন ও অন্যান্য)	৫৯০৫.৩৫	১৭১৮.০৫

ক্রমিক নং- ১০

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ADP দ্বারা বাস্তবায়িত/গৃহিত কার্যক্রমের বিবরণ :

ক্র. নং	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে গৃহিত প্রকল্প	ক্র. নং	২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প	মন্তব্য
১.	ইনার সার্কুলার রিং রোডের বেড়িবাঁধ রায়ের বাজার স্লুইচ গেইট থেকে লোহার ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন। মেয়াদকাল: ০১-০৭-২০২৩ থেকে ৩০-০৬-২০২৬ প্রকল্প ব্যয়: ৯৭৪.৫৮৮৩ কোটি টাকা, জিওবি- ৮৭৭.১২৯৫ ডিএসসিসি- ৯৭.৪৫৮৮ কোটি **প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ:** ৮ লেনে বিশিষ্ট রাস্তা ৫ কি.মি., ১০কি.মি. হাটার পথ, নর্দমা ১০ কি.মি., ফুটওভার ব্রিজ ৩টি, ভেহিকুলার ওভারপাস ৩টি, বাস-বে ৬টি ও পেসেঞ্জার শেড ৬টি, মসজিদ স্থানান্তর ৪টি এবং Secondary Transfer Station (STS) ৩টি।	১.	মাতুয়াইল স্যানিটারী ল্যান্ডফিল্ড সম্প্রসারণসহ ভূমি উন্নয়ন। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৪ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫৪৪.১৬ কোটি টাকা (জিওবি)	-
২.	হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শিশুপার্ক আধুনিকিকরণ। মেয়াদকাল: ০১-০৭-২০২৩ থেকে ৩০-০৬-২০২৬ প্রকল্প ব্যয়: ৬০৩.৮১০২ কোটি টাকা, জিওবি- ৪৮৩.০৪৮২ ডিএসসিসি- ১২০.৭৬২ কোটি **প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ:** (a) Supply, Installation and Commissioning of 15 Nos. Rides: (1) Disk'O Mega 40, (2) Super Air Race, (3) Tea Cup 9, (4) Flying Carrousels, (5) Endeavour, (6) Galleon, (7) 12D Theater, (8) Mine Coaster, (9) Climbing Car, (10) Bumper Car, (11) Magic Bikes, (12) Trampoline bed, (12) Super Happy Swing, (14) Merry Go Round, (15) Water Mania) Turnkey based. (b) Supply, Installation and Commissioning LED Screen (10'x15') and Central Sound System- 4 Nos. (c) Supply of Jeep with BRTA Registration Fee and others- 1 No. (d) Supply of Pickup with BRTA Registration Fee and others.- 1 No. (e) Construction of Pond, Fountain Works and Water Channeling, LED Light, Civil Works, etc.	২.	আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন সড়কের পট হোল্স মেরামত ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে যান-যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রকল্প মেয়াদ: ০১-০৭-২০২০ থেকে ৩০-৬-২০২৪ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৮.৩৪ কোটি টাকা (জিওবি-৪৩.৫১, ডিএসসিসি-৪.৮৩)	

ক্রমিক নং- ১১

২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিজস্ব আয় হতে বাস্তবায়িত/গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ: (কোটি টাকায়)

ক্র. নং	২০২৩-২৪ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম (নিজস্ব আয় হতে বাস্তবায়িত/গৃহীত কার্যক্রম)	বাজেট বরাদ্দ (২০২৩-২৪)	কাজের অগ্রগতি (২০২৩-২৪ অর্থবছরে গৃহীত কাজ)		
			সংখ্যা	অগ্রগতি	
				সমাপ্ত	চলমান
১	সড়ক ও ট্রাফিক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন				
১.১	রাস্তা, ফুটপাত, ক্যাম্বর ও সারফেস ড্রেন	২০০.০০	১৭৭	৮০	৯৩
১.২	ফ্লাইওভারের নীচে সৌন্দর্য বুদ্ধিকরণ	৫.০০	১	০	১
১.৩	সড়ক উন্নয়নের জন্য মিক্সড মেটারিয়ালস্	৩.০০	২	১	১
১.৪	এ্যাসফল্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে রাস্তা উন্নয়ন	২০.০০	০	০	০
১.৫	খননকৃত সড়ক সংস্কার	২৮.০০	৩০	১২	১৭
১.৬	রাস্তা বিদ্যুতায়ন/এলইডি বাতি স্থাপন	২০.০০	৫	০	৫
১.৭	ফুটওভার ব্রীজ/আন্ডারপাস	৫.০০	২	১	১
১.৮	বাস/ট্রাক টার্মিনাল/ভেহিকেল সেড	৩৫.০০	৮	২	৬
১.৯	ট্রাফিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ	১০.০০	৫	০	২
১.১০	রোড মার্কিং	১.০০	০	০	০
১.১১	রোড সাইন	০.০৫	০	০	০
১.১২	কনক্রিট প্ল্যান্টের মাধ্যমে রাস্তা উন্নয়ন	২.০০	১	০	১
১.১৩	জলাবদ্ধতা দূরীকরণ	৯০.০০	২৭	৬	২১
১.১৪	সেতু নির্মাণ	৫.০০	০	০	০
২	কবরস্থান/শ্মশানঘাট সংস্কার ও উন্নয়ন		০	০	০
২.১	কবরস্থান	০.৮০	১	০	১
২.২	শ্মশানঘাট	২.৫০	০	০	০
৩	নাগরিক বিনোদনমূলক সুবিধাদি উন্নয়ন		০	০	০
৩.১	নতুন শিশুপার্ক নির্মাণ	০.০১	০	০	০
৩.২	পার্ক/উদ্যান উন্নয়ন	০.৫০	২	০	২
৩.৩	খেলার মাঠ উন্নয়ন	৫.০০	৩	১	২
৩.৪	ধানমন্ডি লেক উন্নয়ন	৭.০০	৩	০	৩
৩.৫	খাল পুনরুদ্ধার, উন্নয়ন ও সংস্কার	২.০০	০	০	০
৪	ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ		০	০	০
৪.১	নগর ভবন	১.৫০	৯	৭	২
৪.২	আঞ্চলিক কার্যালয় ও অন্যান্য স্থাপনা উন্নয়ন এবং সৌন্দর্যবর্ধন	৩.০০	৩	২	১
৪.৩	সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র	১০.০০	১৬	৯	৭
৪.৪	শরীরচর্চা কেন্দ্র	০.২৫	০	০	০
৪.৫	কাউন্সিলর কার্যালয় ও গ্রন্থাগার	০.৪০	০	০	০
৪.৬	বাজার নির্মাণ (নতুন)	৪৫.০০	৩৬	৩	২৫ দরপত্র-৮
৪.৭	নিজস্ব কাঁচাবাজার/মার্কেট রক্ষনাবেক্ষণ	১০.০০	০	০	০
৪.৮	কাজী বশির মিলনায়তন এবং জহির রায়হান মিলনায়তন	১.৮০	১	১	০
৪.৯	কর্মকর্তা/কর্মচারী আবাসন	৩.০০	১	০	দরপত্র-১
৪.১০	হাসপাতাল	৩.০০	৪	৩	১
৪.১১	মাতৃসদন	১.০০	১	১	০
৪.১২	পরিচ্ছন্ন কর্মী আবাসন	০.০৫	৪	২	দরপত্র-২
৪.১৩	বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ ও স্থাপনা সংস্কার	১.০০	২	২	০
৪.১৪	নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/অবকাঠামো উন্নয়ন	৩.৭৩	৪	১	৩
৫	পরিবেশ উন্নয়ন		০	০	০

ক্র. নং	২০২৩-২৪ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম (নিজস্ব আয় হতে বাস্তবায়িত/গৃহীত কার্যক্রম)	বাজেট বরাদ্দ (২০২৩-২৪)	কাজের অগ্রগতি (২০২৩-২৪ অর্থবছরে গৃহীত কাজ)		
			সংখ্যা	অগ্রগতি	
				সমাপ্ত	চলমান
৫.১	বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন	০.৩০	০	০	০
৫.২	মিডিয়ান/ফুটপাত সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ ও সবুজায়ন	০.২০	০	০	০
৫.৩	ডাস্টবিন/এসটিএস/কভার ওয়েস্ট কনটেইনার/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার	১৬.০০	০	০	০
৫.৪	গণশৌচাগার নির্মাণ	৪.০০	৪	১	৩
৫.৫	কেন্দ্রীয় ভাগাড় রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন	৪.০০	০	০	০
৫.৬	ঐতিহ্যবাহি স্থাপনা সংস্কার	২.০০	০	০	০
৫.৭	আদি বুড়িগঙ্গা খাল পুনরুদ্ধার	৩০.০০	২	১	১
৬	নতুন ১৮টি ওয়ার্ডে প্রধান সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন	৫০.০০	১০	৮	দরপত্র-২
৭	৮টি সংসদীয় এলাকায় বিশেষ উন্নয়ন	৩২.০০	১৮	৭	১০ দরপত্র-৪
৮	বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প (মেয়রের জন্য নির্ধারিত)	১০০.০০	৬১	১৭	৩৬ দরপত্র-৬
৯	অপ্রত্যাশিত উন্নয়ন ব্যয় (মেয়রের জন্য নির্ধারিত)	২০.০০	৭	২	৪ দরপত্র-১
১০	নতুন সম্পত্তি অর্জন	৫.০০	০	০	০
১১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	৪০.০০	০	০	০
১২	মসজিদ নির্মাণ	৫.০০	০	০	০
১৩	কামরাঙ্গী চর কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক অঞ্চলের উন্নয়ন	৩৫.০০	৩	০	৩
১৪	৫০ তলা বিশিষ্ট শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র নির্মাণ	৩.০০	০	০	০
১৫	বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে গণপরিসর উন্নয়ন	২.০০	০	০	০
১৬	বেড়ীবাঁধের সড়ক ছয় সারিতে উন্নীতকরণ	২.০০	০	০	০
১৭	সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও সম্পদ ক্রয় (পরিশিষ্ট"ক")	৫৭.৮৫	৫	৫	০
১৮	বাস্তবায়িত প্রকল্পের বকেয়া (ম্যাচিং ফান্ড)		০	০	০
	জিওবি থোক		১	১	০
	বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত		১	০	১
	স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় অভিপ্রায়		১	০	১
	মোট ঃ		৪৬১	১৭৬	২৫৪ দরপত্র-৩১

ক্রমিক নং- ১২, চলমান প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য বিবরণী :

(কোটি টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও অগ্রগতি	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২৪)		অগ্রগতি (২০২৩-২৪)	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১.	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। মেয়াদ: জানু:, ২০১৬ হতে জুন ২০২৪, প্রস্তাবিত: জুন ২০২৫ **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৭১৯.৪৫ (জিওবি-১৬৩৩.৪৭, ডিএসসিসি-৮৫.৯৮)	● রাস্তা উন্নয়ন- ১৩১.৪৩ কি:মি:- ১০০% ● ফুটপাত- ২৫.৪০ কি:মি:- ১০০% ● ড্রেন নির্মাণ- ১৩০.১৬ কি:মি:- ১০০% ● শান্তিনগর এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে- ➢ রাস্তা উন্নয়ন- ৯.২৭২ কি:মি:- ১০০% ➢ ফুটপাত- ১১.৪০২ কি:মি: - ১০০% ➢ ড্রেন নির্মাণ- ১১.৭২ কি:মি: - ১০০% ● বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি বাতি স্থাপন-৪৪,৫৯৮টি- ১০০% ● ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ: নতুন- ৩টি সমাপ্ত ও ২টি চলমান (১০০%), ● সংস্কার- ১৬টি- ১০০% ● বাস-বে/স্টপেজ- ৪২টি সমাপ্ত, পুলিশ বক্স নির্মাণ- ৫৭টি সমাপ্ত, মিডিয়ান বিউটিফিকেশন, অগ্রগতি- ১০০% ● পার্ক উন্নয়ন- ১৬টি সমাপ্ত ও ২টি চলমান (৯০%), খেলার মাঠ- ১০টি সমাপ্ত ● পাবলিক টয়লেট নির্মাণ- নতুন- ৩৩টি সমাপ্ত, সংস্কার- ১০ টি সমাপ্ত ● আধুনিক পশু জবাইখানা নির্মাণ- ২টি (হাজারীবাগ- ১০০% ও কাপ্তান বাজার- ১০০%) ● কবরস্থান উন্নয়ন- আজিমপুর- ১০০%, জুরাইন- ১০০%, মুরাদপুর- ১০০% ● হাসপাতাল উন্নয়ন/সংস্কার- ১ টি (নয়াবাজার)- ১০০% ● ক্লিনার কলোনী নির্মাণ- ধলপুর- ২টি সমাপ্ত, মিরজল্লা- ৩টি (১০০%), গণকটুলী- ৬টি সমাপ্ত। ● নগর ভবন সংস্কার- ১টি চলমান (১০০%) ● ধানমন্ডি লেক সংস্কার- ১টি সমাপ্ত	▪ ১৪০.৭০ কি.মি. সড়ক ও ৩৬.৮০ কি.মি. ফুটপাত উন্নয়ন করে নগরে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন; ▪ ১৪১.৮৮ কি.মি. ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা হ্রাসকরণ; ▪ রাস্তায় ৪৪,৫৯৮টি পরিবেশবান্ধব ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি বাতি স্থাপন করে যানবাহন ও পথচারীদের সুবিধা প্রদান; ▪ ৩০টি বাস স্টপেজ/যাত্রী ছাউনি, ৫২টি পুলিশ বক্স, ৭.৫০ কি.মি. মিডিয়ান বিউটিফিকেশন ইত্যাদি ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে যানবাহন চলাচলের সুবিধা প্রদান ও নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ; ▪ ১৮টি পার্ক ও ১১টি খেলারমাঠ উন্নয়নের মাধ্যমে নগরবাসীকে বিনোদন সুবিধা প্রদান ও নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ; ▪ ২টি আধুনিক কসাইখানা নির্মাণের মাধ্যমে দূষনমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পশু জবাইয়ের ব্যবস্থা; ▪ সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ; ▪ ৩টি কবরস্থান উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিক সুবিধা প্রদান; ▪ নগরীর পরিচ্ছন্ন কর্মীদের জন্য ১১টি ভবন নির্মাণ করে ৪৭৪টি পরিবারের আবাসিক সুবিধা প্রদান; ▪ ধানমন্ডি লেক এলাকার বিভিন্ন অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন করে নগরবাসীর চিত্তবিনোদন সুবিধা সমুন্নত রাখা; ▪ নগর ভবন সংস্কার করে সেবা প্রদান ও গ্রহণকারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা; ▪ পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; ▪ সর্বোপরি নাগরিক সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি করা।	৮%	২৬১.২৬	৬%	৮৯.০০

(কোটি টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও অগ্রগতি	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২৪)		অগ্রগতি (২০২৩-২৪)	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
০২.	মাতুয়াইল স্যানিটারী ল্যান্ডফিল্ড সম্প্রসারণসহ উন্নয়ন। জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৪ **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৫৪৪.১৬	বর্তমান ল্যান্ডফিল্ডের পার্শ্ববর্তী ৮২.০০ একর জমি অধিগ্রহণ- ১০০%, Embankment, Boundary wall ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ, অগ্রগতি- ১০০%।	• পরিবেশসম্মত ল্যান্ডফিলে বর্জ্য অপসারণ নির্বিঘ্ন রাখা। • বর্জ্যরে আয়তন হ্রাসের লক্ষ্যে 3R কার্যক্রমসহ ইকো-টাউন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়ন। • বর্তমান ১০০ একর ভূমিতে পরিবেশ দূষণ ও দূর্ঘটনা রোধকল্পে পোস্ট ক্লোজার বাস্তবায়ন। • অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ৮১.০৯০৯ একর ভূমির মধ্যে ৫০ একর ভূমিতে ল্যান্ডফিলের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ। অবশিষ্ট ৩১.০৯০৯ একর ভূমিতে বর্জ্য গ্রহণ, পৃথকীকরণসহ বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণের উপযোগী করা।	৫%	১০৩.১৪	৫%	৮৭.৮২
০৩.	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প। জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২৬৮.৭৩	৬টি আধুনিক বহুতল বিশিষ্ট কমিউনিটি সেন্টার ভবন নির্মাণ। (কাজী আলাউদ্দিন রোড- ৭০%, হাজারীবাগ- ৬০%, লালবাগ- ৪০% ১৫নং ওয়ার্ড- ২০% ১৬নং ওয়ার্ড- ৫% ১৮নং ওয়ার্ড-৫%) বিদ্যমান ২টি কমিউনিটি সেন্টার সংস্কার ও উন্নয়ন। (বাসাবো- ১০০% ও সূত্রাপুর- ১০০%)	i) ওয়ার্ড পর্যায়ে সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিনোদনমূলক, সামাজিক কল্যাণ, সামাজিক যোগাযোগ এর সুবিধা প্রদান করে জনসেবা তরান্বিতকরণ; ii) সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নতমানের কমিউনিটি সেবা প্রদান; iii) কমিউনিটি সেন্টারকে সমাজ উন্নয়ন ও সামাজিক কর্মকান্ডের যোগসূত্র হিসেবে তৈরী করা; iv) প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরী আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা; v) এলাকার মানুষের জীবন-যাত্রার মান ও vi) আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা	২০%	৮৮.১১	১৪%	২১.৮৬
০৪.	আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন সড়কের পট হোল্স মেরামত ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে যান-যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রকল্প। জুলাই ২০২০ হতে ডিসে: ২০২২ **প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট- ৪৮.৩৪ জিওবি- ৪৩.৫১, ডিএসসিসি-৪.৮৩	আধুনিক রোড মার্কিং মেশিন সরবরাহ-১টি জনসলিং ও থার্মোপ্ল্যাস্টিক রং সরবরাহ- থোক সড়কের বিভিন্ন প্রকারের সাইন (পথচারী পাড়াপার, হর্ণ বাজানো নিষেধ, সামনে স্কুল, সামনে হাসপাতাল, নো-পার্কিং, পার্কি আরও অন্যান্য সাইন) সরবরাহ ও স্থাপন । - ৪০০টি পোর্টেবল এয়ার কম্পেসার সরবরাহ-২টি পেভার ফিনিশার সরবরাহ-২টি, টায়ার রোলার সরবরাহ-২টি বিটুমিন ডিষ্ট্রিবিউটর-২টি মহানগরির ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তার পটহোলস্ মেরামতের জন্য	• ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধিভুক্ত এলাকায় সড়কে ট্রাফিক সাইন ও মার্কিং এর মাধ্যমে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নত করন ও ট্রাফিক জ্যাম নিরসনে সহায়তা করা; • বিভিন্ন প্রকারের ট্রাফিক সাইন ও মার্কিং স্থাপনের মাধ্যমে পরিবহন চালক সহ সম্মানিত নগরবাসির সচেতনতা, নিরাপত্তা ও চলাচলের সুবিধাদি বৃদ্ধি সহ নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা; • ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা সমূহ মেরামত ও রক্ষনা বেক্ষনের মাধ্যমে সড়ক দূর্ঘটনা রোধ করণ; • বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকারের যান-যন্ত্রপাতি সুষ্ঠ মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষনের মাধ্যমে নগরবাসীর সেবা প্রদান অক্ষুন্ন রাখা। • সামগ্রিকভাবে সম্মানিত নগরবাসীর সেবা বৃদ্ধি করণ।	২০%	০.০১	২০%	০.০১

(কোটি টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও অগ্রগতি			প্রকল্পের উদ্দেশ্য	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২৪)		অগ্রগতি (২০২৩-২৪)	
						বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
		বালি পাথর ও বিটুমিন সরবরাহ-থোক বিআরটিএ রেজিস্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক ব্যয় সহ জীপ সরবরাহ-১টি ও চেইন মাউন্টেড ভারী যান-যন্ত্রপাতি (যেমন-বুলডোজার, এক্সাভেটর, মিলিং মেশিন ইত্যাদি) মেরামতের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ-থোক							
০৫.	ঢাকা সিটি নেইবারহুড আপগ্রেডিং প্রজেক্ট (ডিসিএনইউপি)। ০১ মার্চ, ২০১৯ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৮৮০.৪৬ (জিওবি- ৪৫.৯৭ প্রকল্প সাহায্য ৮৩৪.৪৯	১. কমিউনিটি সেন্টার (নতুন)- ১২টি ২. মহানগর নাট্যমঞ্চ (সংস্কার ও লাইস্কেপ)- ১টি ৩. রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাত উন্নয়ন- ১৪টি ৪. ব্রিজ নির্মাণ- ২টি ৫. ইন্টারসেকশন উন্নয়ন- ৫টি ৬. ঝিল/পুকুর উন্নয়ন ২টি স্থানে- ৪১৯১৬ স্কয়ার মিটার ৭. বর্জ্য স্থানান্তর করার স্থান- ৩ টি ৮. হেরিটেজ বিল্ডিং সংস্কার- ১ টি ৯. খেলার মাঠ উন্নয়ন- ২টি ১০. নদীর তীর উন্নয়ন- ৪.৫০ কি.মি.			ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন Public Space বৃদ্ধি করা সহ নগরবাসীর সামগ্রীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা ও নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি করা ; আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ; পরিবেশ গত উন্নয়ন করা ;	৯.১৬%	১৫৬.৬২	৪%	৬২.৩৬
০৬.	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধিভূক্ত এলাকায় বর্জ্য অপসারন ও ব্যবস্থাপনা সড়ক মেরামতে ব্যবহৃত আধুনিক যান-যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং ম্যাকানাইজড্ পার্কিং স্থাপনের মাধ্যমে যানজট নিরসন করণ। মেয়াদকাল: এপ্রিল-২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ প্রকল্প ব্যয়: ৩৩৩.৩২৫৫ কোটি টাকা, জিওবি-২৯৯.৯৯৩ ডিএসসিসি-৩৩.৩৩২৫ কোটি	১।	হাইড্রলিক ল্যাডার	২০টি	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধিভূক্ত এলাকায় বর্জ্য অপসারন ও ব্যবস্থাপনা সড়ক মেরামতে ব্যবহৃত আধুনিক যান-যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং ম্যাকানাইজড্ পার্কিং স্থাপনের মাধ্যমে যানজট নিরসন করণ।	১০%	৬৭	৮%	৫৩.৫৩
		২।	এক্সাভেটর চেইন মাউন্টেড (সর্ট বোম) সহ খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ	৫টি					
		৩।	এক্সাভেটর চেইন মাউন্টেড (লং বোম) সহ খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ	১টি					
		৪।	চেইন ডোজার	৫টি					
		৫।	বেকহো লোডার	৫টি					
		৬।	দুই চাকার রোড রোলার (১০টন)	১০টি					
		৭।	তিন চাকার রোড রোলার (৮টন)	৫টি					
		৮।	মোবাইল টয়লেট (ভিআইপি)	৫টি					
		৯।	মোবাইল টয়লেট (সাধারণ)	৫টি					
		১০।	বিআরটিএ-এর রেজিস্ট্রেশন ফি সহ নতুন মডেলের জীপ সরবরাহ	৩টি					
		১১।	বিআরটিএ-এর রেজিস্ট্রেশন ফি সহ নতুন মডেলের ডাবল কেবিন পিকআপ সরবরাহ	৫টি					
		১২।	পুলিশবাহী প্রটেকশন ট্রাক সরবরাহ	৪টি					
		১৩।	বিআরটিএ-এর রেজিস্ট্রেশন ফি সহ নতুন	৫টি					

(কোটি টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও অগ্রগতি			প্রকল্পের উদ্দেশ্য	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২৪)		অগ্রগতি (২০২৩-২৪)	
						বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
			মডেলের ম্যাজিস্ট্রেটবাহী মাইক্রোবাস সরবরাহ						
		১৪।	পে-লোডার	৫টি					
		১৫।	টায়ার ডোজার	৩টি					
		১৬।	লো-বেড ট্রেইলর	১টি					
		১৭।	হুইল মাউন্টেড এক্সাভেটর	২টি					
		১৮।	পানির গাড়ী (৩০০০ লিঃ)	১০টি					
			পূর্ত কাজ						
		১৯।	মটর গ্যারেজের বাউন্ডারি ওয়াল, কার ওয়াশ র‍্যাম, ওয়াচ টাওয়ার, টয়লেট ফ্যাসিলিটিস, আন্ডারগ্রাউন্ড রিজারভার, নামাজের ঘর ও ক্যাফেটেরিয়া নির্মাণ, অফিস বিল্ডিং, ষ্টোর, সাব-স্টেশন, ইন-আউট গেইট, গভীর নলকূপ ও ওয়ারহেড পানির ট্যাংক।	থোক					
		২০।	ফ্যাসিলিটিজ এরিয়ার সড়ক ও ড্রেনেজ নির্মাণ, ব্লক-১ এবং অফিস ব্লক সংলগ্ন এরিয়ার সড়ক ও ড্রেনেজ নির্মাণ, ব্লক-২	থোক					
		২১।	ফ্যাসিলিটিজ এরিয়ার পার্কিং ফ্লোর ডেভেলপমেন্ট ও পার্কিং শেড নির্মাণ ব্লক-১, মটর গ্যারেজের ইলেকট্রিফিকেশন, শেড লাইটিং, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন ও সাউন্ড সিস্টেম সংযোজন	থোক					
		২২।	অফিস ব্লক সংলগ্ন এরিয়ার পার্কিং ফ্লোর ডেভেলপমেন্ট ও পার্কিং শেড নির্মাণ, ব্লক-২	থোক					
		২৩।	মটর গ্যারেজের ইলেকট্রিফিকেশন, শেড লাইটিং,ওয়াশিং জেট মেশিন ও কম্প্রেসর, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন ও সাউন্ড সিস্টেম সংযোজন।	থোক					
০৭.	খাল পুনরুদ্ধার, সংস্কার ও নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি প্রকল্প। মেয়াদকাল: ০১-১০-২০২২ থেকে ৩০-০৬-২০২৬ প্রকল্প ব্যয়: ৮৯৮.৭৩ কোটি টাকা, জিওবি-৬২৯.১১	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর প্রায় ২০ কি.মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৪(চার) টি খাল (মান্ডা, জিরানী, কালুনগর ও শ্যামপুর) উন্নয়ন ও নদীর সাথে পুন:সংযোগ এবং স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়েছে। ৪টি খাল নিম্নরূপ:			ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন খালগুলোতে সুষ্ঠু পানি প্রবাহের ব্যবস্থা করে জলাবদ্ধতা নিরসণ করা; জীবন-যাত্রার মান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা; খালগুলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মাধ্যমে নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।	২%	৪৯.৯৯	১.১০%	৩.৬৩
		১।	কালুনগর খাল	= ২.৪০ কি. মি.					
		২।	জিরানী খাল	= ৩.৯০ কি. মি.					

(কোটি টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রধান প্রধান কার্যক্রম ও অগ্রগতি			প্রকল্পের উদ্দেশ্য	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২৪)		অগ্রগতি (২০২৩-২৪)	
						বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	ডিএসসিসি-২৬৯.৬২ কোটি	৩।	মান্ডা খাল	= ৮.৭০ কি. মি.					
		৪।	শ্যামপুর খাল	= ৪.৭৮ কি. মি.					
	সর্বমোট= ৭টি	-							

১৩। প্রকৌশল/স্বাস্থ্য/সম্পত্তি/ রাজস্ব/ পরিচ্ছন্নতা /অডিট /আইন /বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ কম্পিউটার সেল/ পরিবহন/ নগর পরিকল্পনা/শিক্ষা/ প্রশাসনিক/বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ/সামাজিক কার্যক্রম/স্যানিটেশন কার্যক্রম/মানব সম্পদ উন্নয়ন/ দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী সংক্রান্ত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

প্রকৌশল বিভাগ ঃ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত জনগনের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে প্রতিনিয়ত ডিএসসিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারী, কাউন্সিলরসহ সকলে মেয়র মহোদয়ের নিরলস প্রচেষ্টায় একযোগে কাজ করে যাচ্ছেন। সরকারের ভিশন- ২০৪১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (SDG) ইত্যাদি অনুযায়ী সুন্দর, সচল, সুশাসিত, উন্নত ও ঐতিহ্যের ঢাকা বিনির্মাণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নগরবাসীর কাঙ্খিত চাহিদা পূরণে রাস্তা, ফুটপাত ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নসহ নাগরিক সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সরকারী অর্থায়নের পাশাপাশি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে সড়ক ও ট্রাফিক অবকাঠামো, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঘর (এসটিএস), পার্ক ও খেলারমাঠ, কমিউনিটি সেন্টার, মার্কেট, স্টাফ কোয়ার্টার, সুইপার কলোনী, রাস্তার বিদ্যুতায়ন, নগর ভবন, কবরস্থান, শশ্মানঘাট ইত্যাদি খাতে মেরামত ও উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অতিবৃষ্টি ও বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাসমূহ জরুরী ভিত্তিতে এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট ও মিক্সড ম্যাটারিয়ালস্ দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উন্নয়ন কাজের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:-

- রাস্তা উন্নয়ন ও সংস্কার- ৯৯.০৩ কি:মি:
- নর্দমা নির্মাণ ও উন্নয়ন/সংস্কার- ৫০.৬৭ কি:মি:,
- ফুটপাত নির্মাণ ও উন্নয়ন- ৬.৩১ কি:মি:
- এলইডি বাতি স্থাপন- ১,০৬৭টি
- ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ ও সংস্কার: নির্মাণ- ১টি
- পার্ক উন্নয়ন- ২টি সমাপ্ত
- খেলারমাঠ উন্নয়ন- ৩টি সমাপ্ত
- আধুনিক জবাইখানা নির্মাণ- ১টি সমাপ্ত
- ক্লিনার কলোনী ভবন নির্মাণ- ৩টি
- সামজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র নির্মাণ/সংস্কার- ৬টি চলমান ও ৬টি সংস্কার
- কবরস্থান উন্নয়ন- ৩টি
- শশ্মানঘাট উন্নয়ন-১টি
- নতুন যাত্রী ছাউনি/বাস স্টপেজ নির্মাণ- ১৫টি সমাপ্ত এবং ১৬টি বাস-বে নির্মাণ ।
- গণশৌচাগার নির্মাণ- ৫টি নির্মাণ সমাপ্ত।
- এছাড়া ডিসিএনইউপি প্রকল্পের আওতায় মহানগর নাট্যমঞ্চ সংস্কার ও ল্যান্ডস্কেপিং, নদীর তীর উন্নয়ন, ২টি জলাশয় উন্নয়ন, ১টি ঐতিহ্যবাহী ভবন সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- খাল খনন ও পুনরুদ্ধার: খনন- ৪টি (কালুনগর, জিরানী, মান্ডা ও শ্যামপুর) পরিষ্কার ও খননসহ পাড় ঘেষে সেখানে ওয়াকওয়ে, খেলারমাঠ, শিশুপার্ক স্থাপনসহ সকলের জন্য ১টি নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ঢাকার পরিবেশ নির্মল ও দখল-দূষণমুক্ত করতে খাল উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া বেদখল হওয়া বিভিন্ন খালের (জিরানি খাল, মান্ডা খাল, কালুনগর খাল, কাজলা খাল, শ্যামপুর খাল) জমি পুনরুদ্ধার করে প্রায় ১৫ কি.মি. দৈর্ঘ্যে সীমানা পিলার/ফেন্সিং কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।
- অন্তর্বর্তীকালীন বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র (এসটিএস) নির্মাণ- ৬ টি সমাপ্ত ও আরো ১২টি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।
- মাতুয়াইল ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণের জন্য ৫০.০০ একর এবং বর্জ্য থেকে শক্তি তৈরী করার পরিকল্পনার পাশাপাশি Resource Recovery Facilities (RRF) স্থাপনের জন্য ৩১.০৯০৯ একরসহ সর্বমোট ৮১.০৯০৯ একর ভূমি অধিগ্রহণ করতঃ উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত।
- বর্জ্য ও পলি অপসারণ (২০২০ হতে ২০২৩)- খাল ও বক্স কালর্ভাট হতে বর্জ্য ও পলি অপসারণ করা হয়েছে।

- মার্কেট নির্মাণ/সংস্কার: চলমান- ৮টি ও সংস্কার- ৫টি চলমান। এছাড়া বিভিন্ন ওয়ার্ড কাউন্সিলর হতে ১০/১২টি স্থানে কাঁচা বাজার নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জমির মালিক বিভিন্ন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বিধায় তা সম্পত্তি বিভাগ কর্তৃক যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।
- বিভিন্ন স্থানে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রম হিসেবে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত
- আদি বুড়িগঙ্গা খাল পুনরুদ্ধারে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত।

স্বাস্থ্য বিভাগঃ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মপরিধিঃ

- মশক নিয়ন্ত্রণ
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ০৩টি হাসপাতালে মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান
- ইপিআই টীকাদান কার্যক্রম
- আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে ভেজাল খাদ্য সনাক্তকরণ
- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ
- ভেটেরিনারী কার্যক্রম
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম

জনবলের পরিসংখ্যানঃ ১,০৫০ জন

মেশিনের পরিসংখ্যানঃ

মেশিনের নাম	মেশিন সংখ্যা
ফগার মেশিন	১,০৮৬ টি
হস্তচালিত মেশিন	১,০৩১ টি
হুইলব্যারো মেশিন	৪৬ টি

মশক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

ক. পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণঃ

পরিত্যক্ত বর্জ্য অপসারণসহ বিভিন্ন নর্দমা, খাল, জলাশয় নিয়মিতভাবে সংস্কার ও পরিষ্কার করা হচ্ছে। সকল খাল,নর্দমা ও জলাশয় পরিষ্কার করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে এবং চলমান রয়েছে।

খ. জৈব নিয়ন্ত্রণঃ

জলাশয়ে মশার লার্ভা খায় এমন মাছ, ব্যাঙ ও হাঁস ছাড়া হয়েছে।

গ. রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণঃ

প্রতিদিন, প্রতি ওয়ার্ডে সকালে লার্ভিসাইডিং এবং বিকালে এডাল্টিসাইডিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

মশক নিধন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪

বিষয়	কার্যক্রম	সম্ভাব্য সময়কাল
মতবিনিময় সভা	সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, আইইডিসিআর, কীটতত্ত্ববিদ, ওয়াসা, রেলওয়ে, মন্ত্রণালয়, রিহ্যাব, রাজউক, পিডব্লিউডি, ডিএমপি, কারা অধিদপ্তর এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা করা হবে।	চৈত্র- জ্যৈষ্ঠ

প্রশিক্ষণ	বিশেষজ্ঞ দ্বারা অঞ্চল ভিত্তিক মশক কর্মীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে	১ম বার- অগ্রহায়ণ ২য় বার- বৈশাখ
জনসম্পৃক্ত করণ	লার্ভিসাইডিং এর সময়ে মশক সুপারভাইজারগণ হ্যান্ড মাইকে জিঙ্গেল বাজাবে	আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন
	মসজিদে জুম্মার নামাজের খুৎবার আগে ইমাম সাহেব যে সকল এলাকায় ১ সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কীটনাশক প্রয়োগ হয়নি সেগুলির তালিকা নিয়ে পরের দিন শনিবার কাউন্সিলর অফিসে জমা দেয়ার জন্য বলবেন এবং কাউন্সিলরগণ সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবেন	বছরব্যাপি
	জনসচেতনতার জন্য মশা নিয়ন্ত্রণে করণীয় উল্লেখযোগ্য তথ্য সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হবে	বছরব্যাপি
	প্রতিটি ওয়ার্ডের বিভিন্ন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটিসমূহ সক্রিয়ভাবে কাজ করে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে	
মাইকিং	ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্ডে প্রয়োজন অনুযায়ী মাইকিং করা হবে	আষাঢ় –আশ্বিন (০৪মাস)
কীটনাশক প্রয়োগ	বছরব্যাপি প্রতি ওয়ার্ডে প্রতি কার্যদিবসে ০৭ জন কর্মী দিয়ে লার্ভিসাইডিং এবং ০৬ জন কর্মী দিয়ে এ্যাডাল্টিসাইডিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। আষাঢ় –অগ্রহায়ণ (০৬ মাস) – ম্যালাথিয়ন এবং বাকি ০৬ মাস –ডেল্টামেথ্রিন ব্যবহার করা হবে।	লার্ভিসাইডিং সকাল ৯-১ টা পর্যন্ত এবং এ্যাডাল্টিসাইডিং বিকেল ৩-৬ টা পর্যন্ত
চিরুনি অভিযান	ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্ডে প্রয়োজন অনুযায়ী ১৩ জন মশক কর্মী দিয়ে সকালে ও বিকেলে কীটনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে চিরুণী অভিযান পরিচালনা করা হবে	শ্রাবণ – আশ্বিন
কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন	আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরাসরি তদারকিযোগ্য চিরুণী অভিযান পরিচালনা করা হবে (আইটি বিভাগের সমন্বয়ে)	শ্রাবণ - আশ্বিন
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা	প্রতি অঞ্চলে ১ জন করে মোট ১০ জন নির্বাহী মাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় নির্মাণাধীন ভবন, বেইজমেন্ট, পানির মিটার ও ছাদবাগানকে প্রাধান্য দিতে হবে	আষাঢ় –আশ্বিন (০৪মাস)
ডেঙ্গু রোগীর বাড়িতে বিশেষ অভিযান	ডেঙ্গু রোগীর ঠিকানা সংগ্রহ করে ওয়ার্ড ভিত্তিক বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হবে	আষাঢ় –আশ্বিন

লাল চিহ্নিত ওয়ার্ডে বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা চিরুনি অভিযান	বিগত এক সপ্তাহে যেই সকল ওয়ার্ডে রোগীর সংখ্যা ১৫ (পনেরো) জন অতিক্রম করবে সেই ওয়ার্ড লাল চিহ্নিত করে মাইকিং করে সকল স্থাপনা, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান/সংগঠন এলাকাবাসীকে একত্রিত করে বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা চিরুনি অভিযান করা হবে।	আষাঢ়-আশ্বিন (০৪মাস)
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব ও অন্যান্য স্থাপনায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন চিরুনি অভিযান পরিচালনা করা	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সকল নিজস্ব স্থাপনা, নির্মাণাধীন ভবন, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি, হাসপাতাল, নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ সহ সকল স্থাপনায় আষাঢ় মাসের শুরুতে একবার ও ভাদ্র মাসের শুরুতে একবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধনের চিরুনি অভিযান পরিচালনা করা হবে। পরবর্তীতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান স্ব উদ্যোগে নিজেরাই যেনো নিজেদের প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখেন সে বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	আষাঢ় –আশ্বিন
ছাদ বাগানের পরিচর্যা	ছাদ বাগান সঠিকভাবে পরিচর্যা করার বিষয়ে ছাদ বাগান মালিকদের প্রেরণা প্রদান যাতে কোথাও পানি জমে না থাকে।	বছরব্যাপি
কীটনাশক ও যন্ত্রপাতির মজুত	বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগ সারা বছরের জন্য প্রয়োজনীয় কীটনাশক ও যন্ত্রপাতির মজুদ নিশ্চিত করবেন।	বছরব্যাপি
টেলিভিশন চ্যানেলে বার্তা প্রচার	বছরে দুইবার বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের স্ক্রলে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করা হবে।	১-১৫ শ্রাবণ এবং ১-১৫ আশ্বিন
ওয়ার্ড পর্যায়ে সপ্তাহব্যাপী কর্মশালা আয়োজন	আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্মানিত কাউন্সিলরগণের তত্ত্বাবধানে সপ্তাহব্যাপী ওয়ার্ডভিত্তিক ডেঙ্গু সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ বিশেষ করে বাড়ীর কেয়ার টেকার, গৃহকর্মী, পাহারাদার এবং ড্রাইভার এদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	১-৮ আষাঢ়

মশক নিয়ন্ত্রনে গৃহীত কার্যক্রম

- মশক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ২০২৪ সালের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে
- মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি, মানসম্পন্ন কীটনাশক এবং কীটনাশকের পর্যাপ্ত মজুদ নিশ্চিত করা হয়েছে

- এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে মাইকিং, পোষ্টার সাঁটানো, লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৪ সালে এখন পর্যন্ত ২ লাখ লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক প্রচারণা এবং এলইডি মনিটরে প্রচারণাসহ সকল প্রকার প্রচারণা চলমান রয়েছে এবং এই কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করা হয়েছে
- সকল ওয়ার্ডে মশক সুপারভাইজারগণ এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতামূলক জিঙ্গেল হ্যান্ড মাইকে প্রচার করছেন।
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বিভিন্ন মসজিদে জুমা'র নামাজের খুতবায় এডিস মশা নির্মূলের লক্ষ্যে মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বার্তা প্রচার করা হচ্ছে।
- ১০টি অঞ্চলে এডিস মশা প্রতিরোধে মশক সুপারভাইজার ও মশককর্মীদের এডিস মশা নিধনের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ওয়ার্ড পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিগণকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মশক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রতিদিন সকালে লার্ভিসাইডিং কার্যক্রমে ০৭ জন এবং বিকালে এ্যাডাল্টিসাইডিং কার্যক্রমে ০৬ জনসহ মোট ১৩ মশক কর্মী এবং একজন মশক সুপারভাইজার নিয়োজিত রয়েছেন। সর্বমোট জনবল ১,০৫০ জন।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৭৫টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিকে ১০ ভাগে ভাগ করে সম্মানিত কাউন্সিলরদের নেতৃত্বে সকল শ্রেণী পেশার নাগরিকদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তাদের তত্ত্বাবধানে সর্বাত্মক মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। ডেঙ্গু রোগীর তথ্য প্রাপ্তির সাথে সাথে উক্ত হোল্ডিংয়ে এবং সংলগ্ন ৩০০ গজ এলাকায় ঐ ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরের নেতৃত্বে কুইক রেসপন্স টিমের মাধ্যমে মশক নিধন চিরুণী অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে
- বিগত ২১ মে ২০২৪ তারিখ ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন সরকারি/আধা সরকারি /বেসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে সমন্বয় সভা করা হয়েছে। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়
- মাঠ পর্যায়ে মশক নিধনের সকল কার্যক্রম অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে লাইভ মনিটরিং করা হচ্ছে
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে মশারী বিতরণ করা হয়েছে
- বিগত ১০ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার সকল সরকারী হাসপাতালে বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধনে চিরুণী অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে
- বিগত ১১ ও ১২ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার সকল থানা ও পুলিশ ফাঁড়িতে বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধনে চিরুণী অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে
- ৮, ১০,১৫ ও ২২ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধনে চিরুণী অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে

স্বাস্থ্যসেবা

বহিঃ, অন্তঃ, জরুরি ও অন্যান্য বিভাগের রোগীর সংখ্যা

- বহিঃ বিভাগে রোগীর সেবা প্রদান : ১,০৫,৪৫৩ জন
- জরুরি বিভাগে রোগীর সেবা প্রদান : ২,৮৮২ জন
- অন্তঃ বিভাগ : ৮৬৬ জন
- মেজর ও মাইনর অপারেশন : ১৫৩ জন
- ইপিআই : ৫,৭৮৯ জন
- পরিবার পরিকল্পনা : ৪,৯৭৭ জন

- প্যাথলজি বিভাগ : ৭,৯৮৪ জন
- রেজিওলজি বিভাগ : ২,৯৩৪ জন

বহিঃ, অন্তঃ ও জরুরি বিভাগের রোগীর সংখ্যা নিম্নরূপ (২০২৩-২০২৪):

ঢাকা মহানগর শিশু হাসপাতাল

- **বহিঃ, অন্তঃ ও জরুরি বিভাগের রোগীর সংখ্যা নিম্নরূপ (২০২৩-২০২৪):**
- বহিঃ বিভাগে রোগীর সেবা প্রদান : ৫৯,৪০৮ জন
- জরুরি বিভাগে রোগীর সেবা প্রদান : ৭,৩৩৫ জন
- অন্তঃ বিভাগে রোগী ভর্তি রেখে চিকিৎসা প্রদান : ১,৩৬৯ জন

নাজিরা বাজার মাতৃসদন

- **বহিঃ, অন্তঃ ও জরুরি বিভাগের রোগীর সংখ্যা নিম্নরূপ (২০২৩-২০২৪):**
- বহিঃ বিভাগে রোগীর সেবা প্রদান : ৬৯,৯৯০ জন
- জরুরি বিভাগে রোগীর সেবা প্রদান : ১৪০ জন
- অন্তঃ বিভাগে রোগী ভর্তি রেখে চিকিৎসা প্রদান
- সিজারিয়ান অপারেশন রোগীর সংখ্যা : ৪৫ জন
- মাইনর অপারেশন (ইপিসিওটমি+ডিএনসি) : ৭৮ জন
- নরমাল ডেলিভারী : ১২১ জন
- ইপিআই সেবা প্রদান : ৩,১৯২ জন
- প্যাথলজি : ১,২১১ জন
- পরিবার পরিকল্পনা : ১,২৬৩ জন

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

আরবান প্রাইমারী হেলথ্ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারী প্রকল্পের অধীনে **৩১**টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও **৬**টি নগর মাতৃসদন কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং ডেলিভারী (নরমাল ডেলিভারি ও সিজিরিয়ান সেকসান) সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে

জনস্বাস্থ্য খাদ্য পরীক্ষাগারের কার্যক্রম

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১০টি অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ ভেজাল সন্দেহে ২৯৪টি খাদ্য নমুনা সংগ্রহ করে জনস্বাস্থ্য খাদ্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ করেন। নিরাপদ খাদ্য আইন- ২০১৩ এর আলোকে অঞ্চলভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকগণ ১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত মোবাইল কোর্ট ও বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে ৯৪টি নিয়মিত মামলার মাধ্যমে ২,১২,০০,৮০০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং একজনকে ১ বছর ১দিনের কারাদন্ড দেওয়া হয়।

ভেটেরিনারী কার্যক্রম

- হাজারীবাগ ও কাপ্তান বাজার পশু জবাইখানা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেগা প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গবাদি পশু ৩৬,৭৫৮টি এবং ছাগল/ভেড়া ২,৫৬,৪৩১টি জবাই করা হয়েছে।

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৭টি পোষা কুকুরকে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, বেওয়ারিশ কুকুর বন্ধ্যাকরণ হয়েছে ১,৫৫৪টি এবং বেওয়ারিশ কুকুর স্থানান্তর করা হয়েছে ২,৬৫৭টি।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন শাখার কার্যক্রম

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন অঞ্চল হতে ৫৩,৩১৫ টি জন্ম নিবন্ধন সনদ এবং ১,১৭০ টি মৃত্যু নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়েছে।

সম্পত্তি বিভাগঃ

ক্র. নং	আয়ের উৎসের বিবরণ	আয় (টাকা)	মন্তব্য
১.	অস্থায়ী কোরবানীর পশুর হাট/২০২৪ এর ইজারা বাবদ আয় (পরিচ্ছন্ন ফি সহ)	২৫,০৫,৮৯,৬৭৬/-	
২.	ইজারা (স্থায়ী পশুর হাট, টয়লেট, পার্কিং, কাঁচাবাজার, ধানমন্ডি লেক)	১৯,২৫,২৪,৮৫৭/-	
৩.	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন পৌর ফিলিং ষ্টেশন এর ইজারা বাবদ আয়	৩,৭১,৭৭,৭৭৭/-	
৪.	অন্যান্য ভাড়া (ভূমি, নাট্যমঞ্চ, ছিন্নমূল ও নগর ভবন ইত্যাদি)	৭৮,৫৯,১০০/-	
৫.	বেসরকারী বাজারের নিবন্ধনের উপর ফিস	১১,১৮,৮৫০/-	
৬.	নিলাম বাবদ আয়	১,৯১,০২,৮৮৮/-	
	সর্বমোট	৫০,৮৩,৭৩,১৪৮/-	

নগর পরিকল্পনা বিভাগঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	নগর পরিকল্পনা বিভাগের কার্যক্রমের বিবরণ
১৩	নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণ	• ভূমি উন্নয়ন, ইমারত নির্মণ বা পুনঃনির্মান প্রবিধান প্রণয়ন (খসড়া), • সায়দাবাদ বাস টার্মিনালের Revitalization Plan প্রণয়ন, • কর্পোরেশন এলাকায় বিদ্যমান মহাপরিকল্পনার আলোকে উন্নয়ন প্রস্তাবনা চিহ্নিত করা, • হালনাগাদ GIS Database প্রণয়ন (চলমান), • সর্বেত্তম ভূমি ব্যবহার নিশ্চিতকরণে Location Suitability Analysis, চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা নিরুপন।
১৪	২০২৩-২৪ অর্থবছরের বিশেষ সাফল্য	• UN-Habitat এর SDG Cities/Global Initiative এর আওতায় সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরুপ Silver Certificate প্রাপ্তি, • CAP : ১২ মে, ২০২৪ ইং তারিখ সর্বপ্রথম “Climate Action Plan” উন্মোচিত হয়। টেকসই জলবায়ু ও পরিবেশ বান্ধব নগরী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এসডিজি গোল ১১ অনুসরণ পূর্বক এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে, • Seoul Smart City: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ইং তারিখে World City Summit Mayors Forum ২০২৩-েএ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নাগরিক সুবিধাদি প্রদানে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় Leadership Catagory-তে ঢাদসিক মেয়র সিউল স্মার্ট সিটি প্রাইজ লাভ করেন।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের নিজস্ব আয় হতে বাস্তবায়িত/গৃহীত কার্যক্রম বিবরণীঃ

ক্রমিক	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্প	কাজের অগ্রগতি
১	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বিভিন্ন খালপরিস্কার	১০০%
২	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বক্সকালভার্ট পরিস্কার	৭০%
৩	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নর্দমা পরিস্কার	৫৫%
৪	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বিভিন্ন ওয়ার্ডে এসটিএস নির্মাণ ও সংস্কার	৮০%

চলমানপ্রকল্পসংক্রান্তথ্যবিবরণীঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম/ অর্থায়নের উৎস্য/ সমাপ্তিকাল	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	মাতুয়াইল স্যানিটারী ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণসহ ভূমিউন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	• পরিবেশ সম্মত ল্যান্ডফিলে বর্জ্য অপসারণ নির্বিঘ্ন রাখা। • বর্জ্যরে আয়তন হ্রাসের লক্ষ্যে 3Rকার্যক্রমসহ ইকো-টাউন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমিউন্নয়ন। • বর্তমান ১০০ একর ভূমিতে পরিবেশ দূষণ ও দূর্ঘটনা রোধকল্পে পোস্ট ক্লোজার বাস্তবায়ন। • অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত ৮১.০৯০৯ একর ভূমির মধ্যে ৫০ একর ভূমিতে ল্যান্ডফিলের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ। অবশিষ্ট ৩১.০৯০৯ একর ভূমিতে বর্জ্য গ্রহণ, পৃথকীকরণসহ বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণের উপযোগী করা।	৫%	১০৩.১৪	৫%	৮৭.৮২২

ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগঃ

ক্রমিক	খাতের নাম	টাকার পরিমাণ
০১.	বিভিন্ন প্রকার ফরম বিক্রি	৬৮,৬০,৫৫০/-

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বাজেট ও খাতভিত্তিক ব্যায় বিবরণী ঃ

ক্রমিক	খাত	মোট বাজেট	মোট প্রকৃত ব্যায়
০১.	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বাগান পরিচর্যা কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী	৩,৩০,০০,০০০/-	২,৫৭,৩৮,২৬৬/-
০২.	পোষাক, জুতা, ছাতা ইত্যাদি	১৫,০০,০০০/-	৭,০৭,২১৮/-
০৩.	হাতগাড়ী	১,০০,০০,০০০/-	৮৪,৯৭,০০০/-
০৪.	বৈদ্যুতিক মালামাল	৫০,০০,০০০/-	৩৯,০৮,০০০/-
০৫.	আসবাবপত্র	৯০,০০,০০০/-	২৭,৮০,০০০/-
০৬.	মনোহরী/স্টেশনারী	৭৫,০০,০০০/-	৩৪,০০,০০০/-
০৭.	মুদ্রণ (বাঁধাইসহ)	১,৩০,০০,০০০/-	৯৮,০৮,৬০০/-

০৮	বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন	৩০,০০,০০০/-	৬,৭০,০০০/-
০৯	মটর গাড়ীর টায়ার টিউব ও ব্যাটারি	৮,০০,০০,০০০/-	৬,৫৭,৭৭,২২৫/-
১০	কম্পিউটার, ইলেক্ট্রেনিক্স যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ	১,০০,০০,০০০/-	৮২,৩৪,৭০০/-
১১	সিট, এ্যাংগেল সরবরাহ (ট্রাক এবং বর্জ্যের আধার নিমার্ণের মালামাল)	৫০,০০,০০০/-	৪৭,৪৪,৯২৫/-
১২	ব্লিচিং পাউডার ও জীবাণুনাশক	৩০,০০,০০০/-	২৫,৭৯,৬০০/-
১৩	মশক নিধন ব্যবহৃত কীটনাশক	৩৮,৫০,০০,০০০/-	৩৩,৯২১০,১৮৮/-
১৪	ঔষধ (হোমিওপ্যাথিক)	২,০০,০০০/-	১,৯৮,৬০০/-
১৫	ঔষধ	৫,০০,০০০/-	৪,২৬,৪৫৪/-
১৬	সরঞ্জাম ও সার্জিক্যাল দ্রবাদি	৭,০০,০০০/-	৫,২৪,২৫৭/-
১৭	প্যাথলজি	২,০০,০০০/-	১,৯৯,২০০/-
১৮	মশক নিধনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি	৪,৫০,০০,০০০/-	৪,৩৭,৮২,২০০/-
১৯	যন্ত্রপাতি আধুনিকরণ, উন্নয়ন ও ক্রয় (১০টি পে-লোডার ৩ টন, ১৫টি ডাম্প ট্রাক ৩টন ও ২৫টি ডাম্প ট্রাক ১০ টন)	৪০,০০,০০,০০০/-	১৭,২৭,৪৭,৫০০/-
	সর্বমোট=	১০১,১৬,০০,০০০/-	৬৯,৩৯,৩৩,৯৩৩/-

ক্রমিক নং- ১৫। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য ১০ টি ছবি (কেপসন সহ) :

ঢাকা মেয়র কাপ-২০২৩
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

৪১ নং ওয়ার্ডস্থত নগর গণশৌচাগার শুভ-উদ্বোধন

ডিজিটাল কবরস্থান ব্যবস্থাপনা
স্মার্ট মামলা ব্যবস্থাপনা
সম্পত্তি তথ্য ভান্ডার ব্যবস্থাপনার শুভ উদ্বোধন

MOU SINGING CEREMONY

আজিমপুর আধুনিক নগর মার্কেট এবং ঢাকেশ্বরী মার্কেটের ক্ষতিগ্রস্তদের দোকান বরাদ্দের লটারি

ব্যা

বাংলার সুবেদার মীর জুমলা ফটক কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপণ

এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া রোগ প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় মতবিনিময় সভা

দোলাইখাল জলাধার সবুজায়ন ও নান্দনিক পরিবেশ উন্নয়ন কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

২২ ও ২৬ নম্বর যাত্রাপথে ঢাকা নগর পরিবহনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর মাহেন্দ্রক্ষণ

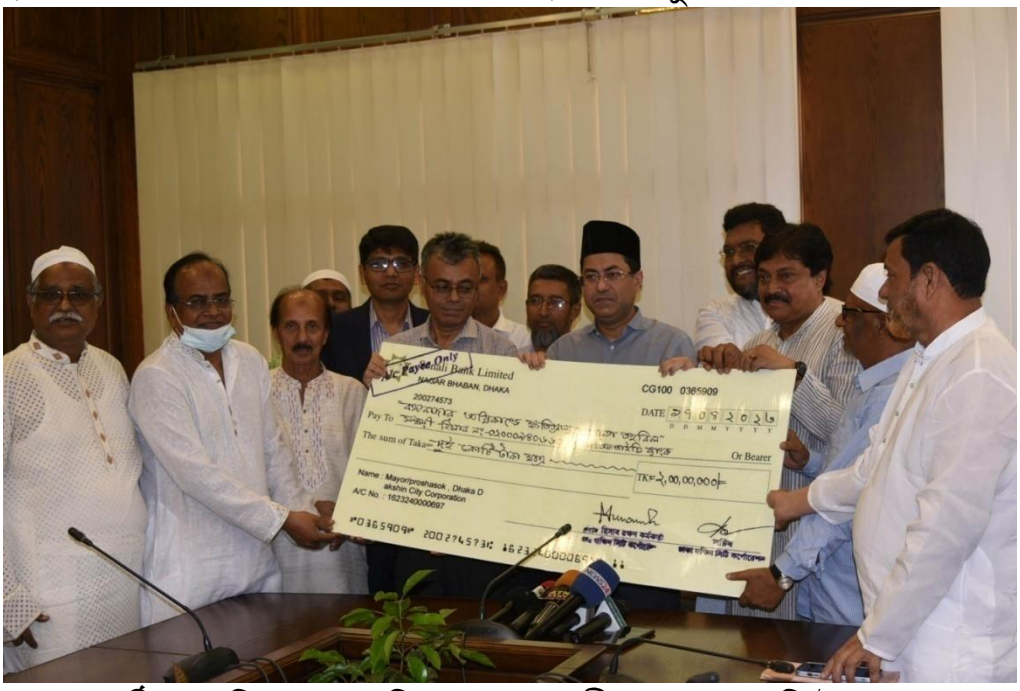

বঙ্গবাজার সংগঠিত অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ২ কোটি টাকা অনুদান প্রদান

বীর মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা-২০২৩

আদি বুড়িগঙ্গা চ্যানেল পুনরুদ্ধার কার্যক্রম